اَلْفَوَائِدُ الْعُظْمٰى فِى اَسْمَاءِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الْحُسْنٰى

আল্-ফাওয়াইদুল উয্মা ফী আস্মাইল্লাহি ওয়া রাসূলিহিল হুস্না

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মঃ জিঃ আঃ)

প্রকাশনায়

আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া বাংলাদেশ

اَلْفَوَائِدُ الْعُظْمٰى فِىْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الْحُسْنٰى

আল্-ফাওয়াইদুল উয্মা ফি আস্মাইল্লাহি ওয়া রাসূলিহিল হুসনা

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

প্রকাশনায়

আনজুমানে কাদেরীয়া চিশ্তীয়া বাংলাদেশ।

আল্-ফাওয়াইদুল উয্মা ফি আস্মাইল্লাহি ওয়া রাসূলিহিল হুসনা

রচনায় :

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী

অনুবাদঃ

এম. এম. মহিউদ্দীন

গ্রন্থ স্বত্বঃ

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আর্থিক সহযোগিতাঃ

আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহ্ জাহান

সারজা, ইউ.এ.ঈঁ

প্রকাশকালঃ

অক্টোবর ২০১১

হাদীয়া :

৮০ (আঁশি) টাকা মাত্র

প্রকাশনায়

আন্জুমানে কাদেরীয়া চিশ্তীয়া বাংলাদেশ

সূচী

০১। ভূমিকা..... ০৪

০২। অনুবাদকের কথা..... ০৬

০৩। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র গুণবাচক নাম সমূহ পাঠের নিয়মাবলী..... ০৭

০৪। গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট ইলম..... ১২

০৫। আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম সমূহ..... ১৩

০৬। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র গুণবাচক নাম সমূহ..... ৫০

০৭। মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যিয়ারত (দিদার) নসিব হওয়ার পদ্ধতি..... ৬৪

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ، اَمَّا بَعْدُ!

জানা আবশ্যক মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র স্বত্তার গুণগত নাম মোবারকের প্রভাব ও উপকার বিষ প্রতিষেধক এবং আফিমের হুকুম রাখে। এতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নাই। মানুষ তার আপন সকল উদ্দেশ্যকে আল্লাহ জাল্লা মাজদুহুর পবিত্র গুণগত নামকে মাধ্যম বানিয়ে এর সাথে মুহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ) এর পবিত্র গুণবাচক ও ছিফতপূর্ণ নাম সমূহকেও উসিলা বানিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করলে তার সকল মকছুদ আল্লাহ পূর্ণ করবেন। এক কথায় সমস্ত আসমায়ে ছিফাতে জাতে বারী জাল্লা মাজদুহুর প্রভাব ও উপকার অপরিসীম- যা বর্ণনাতীত।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ কালিমার মধ্যে সকল স্বর্গরাজ নিহিত। কেননা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল হাজত ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে উক্ত কালিমা খাজানা ও কোষাগার স্বরূপ। আর মোস্তফা (ﷺ) এর আসমায়ে ছিফাত হচ্ছে উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে উসিলায়ে আ'জম বা সর্বোচ্চ উসিলা- যা مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ (মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ) এর মধ্যে গুপ্ত ও অদৃশ্য রয়েছে। এ জন্যই মা'বুদে কায়েনাত জাল্লা শানুহু মানব জাতিকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ পাঠ করার জন্য। এর দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খা এবং মতলব পুরো হবে। যাতে করে মানুষ এদিক সেদিক ঘুরপাক খেতে না হয়। কেননা মানুষ আল্লাহ তা'আলার খুবই প্রিয় মকবুল ও নৈকট্যবান সৃষ্টি। এ জন্যই আপন গাইবী খাজানার চাবি মানুষের হাত, মুখ এবং কলবের মধ্যে রেখে দিয়েছেন যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ সর্বদা পাঠ করতে থাকো, যাতে উভয় জাহানের সমস্ত উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। আল্লাহ মহান, তিনি দানশীলদের মহান দানশীল, সহানুভূতিদের সহানুভূতিশীল এবং করুণাদের করুণাময়, এর সাথে কুন্জী তথা চাবির সাথে সর্বোচ্চ উসিলা তথা উসিলায়ে আ'জমও বলে দিয়েছেন। سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ حَمْدًا كَثِيْرًا

এভাবে তো আসমায়ে ছিফাতে জাতে বারী তা'আলা তথা আল্লাহর গুণবাচক নাম অধিক ও প্রচুর। তেমনিভাবে আসমায়ে ছিফাতে মোস্তফা (ﷺ) বহু ও অনেক রয়েছে। আমি এখানে মাত্র কয়েকটি আসমায়ে রাব্বে 'আলা জাল্লা জালালুহুর উল্লেখ করেছি। যা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যবান বান্দাগণের মধ্যে মশহুর ও প্রসিদ্ধ। যা উপকার প্রাপ্ত হযরাতগণ হতে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করেছি যাতে সর্বসাধারণ উপকৃত হতে পারে।

আমি অধম বর্ণিত আসমায়ে ছিফাত কূদ্ওয়াতুচ্ ছালেকিন যুব্দাতুল আ'রেফিন ছরতাজ মুশতাক্বানে গাউছিয়া ওয়া ফখরে 'আশেকানে আস্তানায়ে কাদেরীয়া ফানা-ফীল্লাহ হযরত সুলতান বাহু কুদ্দিছা ছিররুহুল আযীয লিখিত কিতাব হতে সংগ্রহ করেছি এবং হযরত পীরজাদা মাওলানা ফজলুল করিম নকশ্বন্দী কাদেরী চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি- এর কিতাব ও অপরাপর হযরাতগণের কিতাব হতেও সাহায্য নিয়েছি।

বর্ণিত ইসম মোবারক ছাড়াও আরো বহু প্রসিদ্ধ ইসম মোবারক রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। যেমন- اَلسَّتَّارُ ، اَلرَّبُّ ، اَلْمُنْعِمُ ইত্যাদি ইসমসমূহের উপর বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণ আবশ্যক, এর সাথে শরীয়তের হুকুম- আহকাম, নামাজ, রোযা ইত্যাদির পাবন্দী হওয়া একান্ত কর্তব্য এবং সঠিক আক্বীদা পোষণ করাও আবশ্যক। তাছাড়া জাহেরী-বাতেনী পবিত্র হওয়া এবং হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা আবশ্যক।

তাছাড়া ভক্তি ও মুহাব্বত সহকারে নিম্নোক্ত ইসম মোবারকসমূহ পাঠ করতে হবে। মিথ্যা, গীবত, চুগুলখোরী হতে জবানকে হিফাজত রাখতে হবে। অন্তরকে যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত রাখতে হবে। উপরোক্ত শর্তসমূহ যথাযথ পালনের মাধ্যমে ইসম মোবারকসমূহ পাঠ করলে অবশ্যই উদ্দেশ্য পূরণ হবে এবং উল্লেখিত এই শর্তসমূহ যে কোন দু'আ- অযিফা, খতম, তাহলিল ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার উসিলায় সকলের মনো বাঞ্চনা পূরণ করুন। আমীন!

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

(১লা রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৩২ হিজরী,
৪ ফেব্রুয়ারী ২০১১ ইংরেজী)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ !

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, বহু দ্বীনি শিক্ষা নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা শাইখে তরিক্বত, পেশোয়ায়ে আহলে সুন্নাত, উস্তাজুল ওলামা হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী মাদ্দা জিল্লুহুল আলী লিখিত "আল্-ফাওয়াইদুল উয্মা ফি আস্মাইল্লাহি ওয়া রাসূলিহিল হুসনা" নামক পুস্তিকাটি মহান প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর উল্লেখযোগ্য গুণবাচক নাম এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, উসিলায়ে আ'জম রহমাতুল্লিল আ'লামিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সর্বজন গৃহীত মশহুর গুণবাচক নাম সমূহ উল্লেখ করত: প্রতিটি নামের অর্থ, আবজাদ সংখ্যা, আনছর তথা মৌল উপাদান ও খাসিয়াত এবং প্রতিটি ইসম মোবারক পাঠের উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তা ছাড়া উক্ত ইসম মোবারক পাঠের নিয়মাবলী ও তারতীব সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যা সর্ব সাধারণের পাঠ উপযোগী।

মূলত: গ্রন্থকার এটি উর্দুতে রচনা করেছেন। আমি অধম হুজুর কেবলা আজিজুল হক আল্-কাদেরীর দু'আ ও শুভদৃষ্টিকে একমাত্র সম্বল করে সর্বসাধারণের সুবিধার্তে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করি। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল কিতাবের যথাযথ ভাবার্থ তুলে ধরার চেষ্টায় ত্রুটি করিনি, তারপরও যদি কোন প্রকার ভূল-ত্রুটি হয়ে থাকে এর দায়ভার আমি স্বীকার করছি। পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ থাকবে, ভূল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে প্রকাশনা সংস্থাকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত আকারে ছাপানো হবে। ইনশাআল্লাহ!

অত্র পুস্তিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন; বিশেষত: সারজা প্রবাসী জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহ জাহান এই পুস্তিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা স্মরণযোগ্য। আল্লাহ পাক তাদেরকে যথার্থ বদলা দান করুন এবং উভয় জাহানের কামিয়াবী নসিব করুন। আর অত্র পুস্তিকার লিখক মোর্শেদ কেবলার হায়াত দারাজ ও উচ্চ মর্তবা কামনা করছি। আমিন। বহুরমাতে সৈয়্যদিল মোরসালিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

অনুবাদক

এম.এম. মহিউদ্দীন

শিক্ষক: ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মূঈনীয়া কামিল মাদ্রাসা

নির্বাহী সম্পাদক: মাসিক আল্-মুবীন

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (ﷺ) এর পবিত্র গুণবাচক নাম সমূহ পাঠের নিয়মাবলী

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাস মহান আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও যিকির হতে গাফিল ও অমনোযোগী না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা সুফিয়ায়ে কিরামগণ বলেছেন-

اَلْاَنْفَاسُ مَعْدُوْدَةٌ كُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ مَيِّتٌ

অর্থাৎ: শ্বাস-প্রশ্বাস সমূহ নির্দিষ্ট আর যে শ্বাস-প্রশ্বাস আল্লাহর স্মরণ ব্যতিত বের হয় তা মৃত।

ہر کہ دیوانہ شود باذکر حق ☆ زیر پائش عرش کرسی ہر طبق

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার স্মরণে পাগল ও দিওয়ানা হবে, তার পায়ের নিচে আরশ, কুরছি তথা প্রতিটি মঞ্জিলও স্তর হবে।

اگر کہ غافل سے شود ذکر خدا ☆ نفس او فربہ شود کفر از ریا

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে গাফিল ও অমনোযোগী হবে, তার নফস ও শ্বাস-প্রশ্বাস মোটা তাজা হবে এবং তার কুফুরী ও কপটতা বেড়ে যাবে।

সান্নিধ্য অর্জনকারীদের জন্য করণীয় হচ্ছে- প্রথমে অজু করে, পাক-পবিত্র কাপড় পরিধান করে খালি স্থানে কিবলামুখী হয়ে নামাজে বসার ন্যায় দু'জানু হয়ে বসে উভয় চক্ষু বন্ধ করে মোরাকাবা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম মোবারকের ধ্যানে এবং শয়তানের যাবতীয় কুমন্ত্রণা দূরীভূত করে, আপন অন্তর ও ক্বলবের সমস্ত শংকা পরিত্যাগ করে নিম্নে বর্ণিত অজিফাগুলো পাঠ করবে-

- আয়তুল কুরছি – ৩ বার।
- বিসমিল্লাহ শরীফ – ৩ বার।
- দরূদে উম্মী – ৩ বার।
- سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ الرَّحِيْمِ – ৩ বার।
- সূরায়ে কাফেরুন – ৩ বার।
- সূরায়ে ইখলাস – ৩ বার।
- সূরায়ে ফালাক্ব – ৩ বার।
- সূরায়ে নাস – ৩ বার।
- সূরায়ে ফাতিহা – ৩ বার।
- سُبْحَانَ اللهِ – ৩ বার।
- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّابِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ – ৩ বার।
- ইস্তিগফার – ১০০০ বার।
- কালিমায়ে তৈয়্যবা – ৩ বার।
- কালিমায়ে শাহাদত – ৩ বার।

এ সমস্ত অজিফা পাঠ করে আপন শরীরে ফুঁক দিয়ে অতঃপর আল্লাহর পবিত্র নামের ধ্যান আরম্ভ করবে, তখন মজলিসে মুহাম্মদী (ﷺ) এ দাখিল হয়ে যাবে। আর তখন অন্তরে কোন কিছু আসলে তখন-

- لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ
- سُبْحَانَ اللهِ

এবং দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবে। তখন যেই নির্দেশ ও হুকুম হবে তার উপর আমল কর। শয়তানের এমন কোন শক্তি নেই যে এখানে

আসবে। অতঃপর অন্বেষণকারী এটি সত্য কিংবা মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে যাচাই-বাচাই করে দেখবে।

পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত রয়েছে-

اِنَّ اللهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلَا يَنْظُرُ اِلٰى اَعْمَالِكُمْ لٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ

অর্থাৎ: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তোমাদের আকৃতি এবং তোমাদের আমল সমূহকে দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর এবং নিয়্যতকে দেখে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম মোবারকের ধ্যানের চর্চা অন্তরকে এমনভাবে জীবিত করে থাকে, যেমনিভাবে রহমতের বর্ষণ ও বারিধারার মাধ্যমে শুষ্ক জমিন জীবিত ও সুজলা-সুফলা এবং তরু-তাজা হয়ে যায়।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু স্বয়ং হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ اَوْلِيَائِىْ تَحْتَ قَبَائِىْ لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِىْ

অর্থাৎ: 'আমার এমন বন্ধুও রয়েছে যারা আমার আচকান বা আবা-কাবার নিচে এবং যাদেরকে আমি ব্যতীত অন্য কেউ চিনে না।' আর এ সমস্ত যিকিরকারীদের হতে দোজখের আগুণ সত্তর বছরের রাস্তা সমপরিমাণ দূরত্বে ও ব্যবধানে দূরীভূত হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র নাম اَللّٰهُ এর মধ্যে চারটি অক্ষর বা বর্ণ রয়েছে। ه ل ل। এই চারটি অক্ষরে চারটি মূলক তথা জগতে এই পবিত্র ইসম বিদ্যমান।

الف দ্বারা اَزَلُ (আযল), ل দ্বারা اَبَدُ (আবদ), দ্বিতীয় ل দ্বারা دُنْيَا (দুনিয়া) এবং ه দ্বারা عُقْبٰى (উক্ববা)।

যে ব্যক্তির পবিত্র নাম اَللّٰهُ এর যিকির দ্বারা অন্তর আলোকিত ও রৌশনী সৃষ্টি হয়েছে, তখন আঠার হাজার 'আলম তথা সমগ্র সৃষ্টি জগত তার দৃষ্টি গোচর হবে। আর তার অবস্থা এমন হয়ে যাবে যে, তার মাংস, চামড়া, হাড্ডি, চুল এবং মগজ তথা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতিটি স্থান, শহর, বাজার ও দেয়ালে পবিত্র নাম اللّٰه (আল্লাহ) লেখা দৃষ্টিগোচর হবে। এক কথায় যে বস্তুর দিকে নজর করুক না কেন বাহ্যিকভাবে তাতে পবিত্র স্বত্তাগত নাম 'আল্লাহ' গোচরীভূত হবে। দোযখ তাঁর নিকট হতে সত্তর বছরের রাস্তা সম দূরে পলায়ন করবে, আর বেহেশত তাকে খুব দ্রুত অভ্যর্থনায় এগিয়ে আসবে। (আল্লাহু আকবর (আল্লাহ মহান))।

اَلتَّفَكُّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ অর্থাৎ: এক ঘন্টার ধ্যান ও তাফাক্কুর উভয় জাহানের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম হবে। اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ নিশ্চয় পূণ্য ও নেক কাজসমূহ খারাপকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মোরাকাবা তথা ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে مَجْمُوْعُ الْحَسَنَاتِ তথা مَجْمَعُ الْحَسَنَاتِ বা নেক ও পূণ্যের কেন্দ্রস্থল বলা হয়।

আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'র পবিত্র নাম মোবারক এবং মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শান-মর্যাদাকে অস্বীকার করবে সে আবু জেহেল কিংবা দ্বিতীয় ফেরাউন।

আউলিয়ায়ে কামেলীন তথা খাঁটি ও পূণ্যবান অলীদের দুশমন বা বিরুদ্ধাচরণকারী তিন অবস্থা হতে মুক্ত নয়।

১. হয়ত তার অন্তর মৃত এবং আলেম বিদ্বেষী ও হিংসুক। যার যবান জীবিত কিন্তু হৃদয় ও অন্তর قَلْبِىْ تَصْدِيْقَ তথা অন্তরের বিশ্বাস হতে অলস ও গাফিল এবং অজ্ঞ ও মূর্খতার মধ্যে লিপ্ত।

২. সে মিথ্যুক, মোনাফিক ও কাফির।

৩. সে দুনিয়া অন্বেষণকারী তথা দুনিয়া পূজারী। এ সমস্ত খারাপ চরিত্রের লোকের বেহেশতের মধ্যে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও জুটবে না। পক্ষান্তরে যে সমস্ত আলিম, আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের ওয়ারিশ ও উত্তোরসূরী হবে, তাদের ইলম ও জ্ঞানের কারণে প্রতি বছর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ) এর জিয়ারত ও সাক্ষাৎ অর্জিত হবে। আর যে আলিমের হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাক্ষাৎ অর্জন হবে না, সে আলিমের ইলম কোন উপকারে আসবে না। সেই ধরণের আলেম গাধা অপেক্ষাও অজ্ঞ ও জাহিল।

ذَكَرَ اللهُ فَرْضٌ مِنْ قَبْلِ كُلِّ فَرْضٍ অর্থাৎ: সমস্ত ফরয কাজসমূহের মধ্যে প্রথম ফরয হচ্ছে যিক্রে ইলাহি তথা আল্লাহর যিক্র। তবে এটি গোপন বা যিক্রে খফি। যিক্রে খফি সেই ব্যক্তির নসিব হবে যার সাথে মোস্তফা (ﷺ) এর দিদার ও সাক্ষাৎ অর্জিত হবে। আর তিনি সর্বদা হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর আশেক হবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ، تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا –

অর্থ: হে হাবীব (ﷺ)! এবং আপন আত্মাকে তাদেরই সাথে সম্বন্ধ যুক্ত রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালককে আহ্বান করে, তারই সন্তুষ্টি চায়, এবং আপনার চক্ষুদ্বয় যেন তাদেরকে ছেড়ে অন্য দিকে না ফিরে; আপনি কি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য কামনা করবেন? এবং তার কথা মানবেন, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং সে আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে আর তার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করে গেছে। (পারা-১৫)

জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহর অলীদের ইলম বা 'আকল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে প্রাপ্ত। যাকে عقل كُلّى (সম্পূর্ণ 'আকল) বলা হয়। আর অন্যান্যদের ইলম বা আকল অপরের নিকট হতে ভিক্ষা স্বরূপ অর্জিত হয়। আর যেই আলেম কেবলমাত্র কিতাব হতে ইলম অর্জন করে এবং এর ওপর আমল করে না সেই কখনো লোভ-লালসা হতে ফিরে আসবে না। অর্থাৎ- তার মধ্যে লোভ-লালসা বিদ্যমান থাকবে। যদিওবা তার মুখে হাদীস-তাফসীরের বাণী থাকুক না কেন। لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَآفَةُ الْعِلْمِ طَمَعٌ অর্থাৎ- প্রত্যেক বস্তুর জন্য কোন না কোন আপদ হয়ে থাকে, আর ইলমের আপদ হচ্ছে লোভ-লালসা। লোভ-লালসা পূর্ণ আলিম ও বুযুর্গ হতে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

শুনুন! শয়তান নিজেই একজন আলিম এবং তার ইলমের শক্তি দ্বারা সমগ্র জগতকে আপন নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। হাজারের মধ্যে একজনই হবে যিনি তার প্রতারণা ও তামাশায় বিজয় হয়েছে, না হয় সকলের ওপর তার অধিকার ও বিজয় ছিল।

শয়তান চার আসমানি কিতাব তৌরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন এবং হেদায়ত ও সঠিক ইলম হতে মাহরূম ও বঞ্চিত ছিল। অর্থাৎ- এ সমস্ত জ্ঞান তার নসিব হয়নি।

গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট ইলম

গোমরাহ ও পথভ্রষ্টপূর্ণ ইলম ও জ্ঞান হচ্ছে- লোভ-লালসার ইলম। যা প্রথমে নফস ও আত্মাকে শিষ্য ও ভক্ত বানিয়ে নেয় আর নফস এর কারণে বেদ্বীন হয়ে যায়। দুনিয়াবী লোভ-লালসা এবং আরাম-আয়াশ ও সৌন্দর্য শয়তানের সম্পদ ও মূল্যবান সামগ্রী। সুতরাং যে ব্যক্তি শয়তানী মালের উপর নিয়ন্ত্রণ ও অধিগ্রহণ করতে চায় সে শয়তানের কথায় অঙ্গিকারনামা করে ফলে সে ব্যক্তি শয়তানের ক্ষমতায় ও অধিকারে চলে আসে।

اَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম সমূহ

নিম্নোক্ত আসমায়ে হুস্না তথা আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্যময় নাম সমূহের অর্থ, পাঠের উপকারিতা, আ'লামতে ইসম অর্থাৎ জামালী, জালালী এবং মুশতারাক (নাম সমূহের মধ্যে কোনটি তেজস্নিতা মুক্ত স্নিগ্ধ, ক্রোধমূলক, সাধারণ) আর নাম সমূহের আবজাদ সংখ্যা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য কিতাব সমূহ হতে সংকলন করে লেখা হয়েছে।

পবিত্র নামসমূহ অযিফা হিসেবে পাঠকারীদের জন্য অফুরন্ত ধন-ভান্ডার এবং অমূল্য ও দূর্লভ মনি-মুক্তা। আর দুনিয়ার খারাপ ও মন্দ হতে বেঁচে থাকা এবং পরকালের মঙ্গল ও নেকী অর্জনের একটি বড় উসিলা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

(১) يَا اَللّٰهُ (ইয়া আল্লাহু)। অর্থ- হে আল্লাহ।

আবজাদ সংখ্যা- ৬৬, এটি আল্লাহর জাত বা স্বত্তাগত নাম।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন এটি ১০০০ বার পাঠ করবে দৃঢ় বিশ্বাসী হবে। আর যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ১০০ বার পাঠ করবে সে বাতেন তথা আবিষ্কারক হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত ইসম চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিয়মিত ৩০০০ বার লিখে আটার খামি দ্বারা গুটি বানিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করবে ইনশাআল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

(২) يَارَحْمٰنُ (ইয়া রহমানু)। অর্থ- হে অধিক ক্ষমাশীল।

আবজাদ সংখ্যা- ২৯৮, আনছর বা মৌল বুনিয়াদ হলো-জামালী (তেজস্বিতা মুক্ত স্নিগ্ধ)।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ফজর নামাযের পর এই ইসম মোবারক ২৯৮ বার পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার উপর অধিকহারে রহমত ও দয়া করবে। আর যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ অযিফা হিসেবে পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর হতে অলসতা, বিস্মৃতি এবং নির্দয়তা ও কঠোরতা দূরীভূত করে দেবেন। আর তার অন্তর বাতেনী নূর দ্বারা আলোকিত করবেন।

(৩) يَارَحِيْمُ (ইয়া রাহীমু) অর্থ- হে দয়ালু।

আবজাদ সংখ্যা-২৫৮, মৌল বুনিয়াদ- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক ৫০০ বার পাঠ করবে সে সম্পদশালী হবে এবং সমস্ত সৃষ্টি তার উপর দয়াবান হবে। আর যদি ৪১ বার নিয়মিত ৪১ দিন পর্যন্ত يَارَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَرَحِيْمَ الْاٰخِرَ অযিফা হিসেবে পাঠ করবে তার উদ্দেশ্য পূরণে বিফল হবে না। অর্থাৎ- তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

(৪) يَامَالِكُ (ইয়া মালেকু)। অর্থ- হে বাদশাহ।

আবজাদ সংখ্যা-৯০, মৌল বুনিয়াদ- মুশতারাক (সাধারণ), জামালী ও খাকী (মাটির মত)।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক قُدُّوْسُ এর সাথে মিলিয়ে অর্থাৎ يَا مَالِكُ يَا قُدُّوْسُ পাঠ করবে যদি সে কোন দেশের বাদশাহ হয়ে থাকে তাহলে তার বাদশাহী সর্বদা বহাল থাকবে। আর যদি বাদশাহ না হয় তাহলে এটি পাঠ কারীর নফস তার অনুগত ও তাবেদারী হয়ে যাবে।

(৫) يَاقُدُّوْسُ (ইয়া কুদ্দুসু) অর্থ- হে অতিশয় পবিত্র।

আবজাদ সংখ্যা-১৭০, মৌল বুনিয়াদ- জামালী ও আ'বী।

উপকারিতা- এই ইসম মোবারক ইজ্জত-আবরু ও মর্যাদাবান হওয়ার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ও যথাযথ।

যদি কোন ব্যক্তি ৯০ বার পাঠ করে, তার অন্তর আল্লাহ্ তা'আলা আলোকিত ও দ্বীপ্তিমান করে দিবে। আর যে ব্যক্তি ১০০০ বার পাঠ করবে সে সবকিছু হতে বেপরোয়া ও অমুখাপেক্ষী হবে। আর যদি যবের রুটির টুকরায় এটি লিখে ভক্ষণ করে তাহলে ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত হবে। আর শত্রু হতে বাঁচার জন্য পলায়নের সময় এটি পাঠ করতে থাকলে শত্রু মুক্ত হবে। আর মুসাফির অবস্থায় পথ অতিক্রমকালে এটি পাঠ করলে কোন অবস্থায় দূর্বল ও ক্লান্ত হবে না।

(৬) يَاسَلَامُ (ইয়া সালামু)। অর্থ- হে নিরাপত্তা ও ত্রুটিহীন।

আবজাদ সংখ্যা- ১৩১, মৌল বুনিয়াদ- জামালী ও বাদী (ঠান্ডা)।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ফজর নামাযের পর এই ইসম মোবারক ১০০০ বার পাঠ করবে সে নম্র-ভদ্র ও দানশীল হবে। আর যদি ১৪১ বার পাঠ করে অসুস্থ ব্যক্তির উপর দম করে সে সুস্থ ও আরোগ্য লাভ করবে। আর এই ইসম মোবারক অযিফা হিসেবে রাখলে সে নির্ভয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে উভয় জাহানের নিরাপত্তায় আশান্বিত।

(৭) يَامُؤْمِنُ (ইয়া মু'মিনু)। অর্থ- হে নিরাপত্তা দানকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ১৩৬, মৌল বুনিয়াদ- আ'তশী (চরম মেজাজ) ও জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ৩০০ বার পাঠ করবে সে ভয় হতে শান্তনা লাভ করবে। আর উপরোক্ত ইসম লিখে নিজের

সঙ্গে রাখলে তাকে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের অপকর্ম হতে নিরাপদ রাখবে এবং কোন ব্যক্তি তার উপর ক্ষমতাধর হবে না, জাহের-বাতেন আল্লাহ তা'আলার হিফাজতে থাকবে।

(৮) (ﷻ) يَا مُهَيْمِنُ (ইয়া মুহাইমেনু (ﷻ)) অর্থ- হে হিফাজতকারী ও রক্ষক।

আবজাদ সংখ্যা- ১৪৫, মৌল বুনিয়াদ-আ-তশী, জামালী।

উপকরিতা- যদি কোন ব্যক্তি এই ইসম মোবারক ২৯ বার পাঠ করে তার মধ্যে পেরেশানি ও চিন্তা যুক্ত হবে না। আর সর্বদা এটি অযিফা হিসেবে পাঠ করলে সমস্ত বালা-মুসিবত হতে নিরাপদ থাকবে। আর যদি গোসল করে এই ইসম মোবারক ১১৫ বার পাঠ করে তাহলে বাতেন ও গায়ব দ্বারা অবহিত হবে।

(৯) (ﷻ) يَا عَزِيْزُ (ইয়া আযীযু (ﷻ)) অর্থ- হে বিজেতা ও অতুলনীয়।

আবজাদ সংখ্যা- ৯৪, আন্‌ছরে জামালী ও আ-তশী।

উপকারিতা- যদি কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে রাতের শেষ ভাগে এই ইসম মোবারক ২০০০ বার পাঠ করে তাহলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। আর যে কেউ এটি সর্বদা পাঠ করে সে সম্মানিত হবে এবং শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে। আর যদি يَا عَزِيْزُ مِنْ كُلِّ عَزِيْزٍ পাঠ করে তাহলে সমস্ত সৃষ্টি তাকে প্রিয়জন হিসেবে জানবে। আর যদি ফজর নামাযের পর ৪১ বার পাঠ করে তাহলে কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

(১০) (ﷻ) يَاجَبَّارُ (ইয়া জাব্বারু (ﷻ))।

অর্থ- হে প্রতাপশালী ও শাস্তি দানকারী।

আবজাদ সংখ্যা-২০৬, আন্‌ছরে আ-তশী, জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি দশ তাসবীহ (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল্হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবর ১০ বার পাঠ করার পর ৪১ বার উপরোক্ত ইসম মোবারক পাঠ করবে সে শয়তানের অনিষ্টতা হতে নিরাপদ থাকবে। আর যদি সর্বদা পাঠ করতে থাকে তাহলে সৃষ্টির বদনাম ও গিবত হতে অভয় থাকবে। আর যদি উক্ত ইসম মোবারক নকশা খোদাই করে আংটি হিসেবে পরিধান করলে, তাহলে সৃষ্টির অন্তরে এটির দাপট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি হবে।

(১১) (جَلَّ جَلَالُهُ) يَا مُتَكَبِّرُ (ইয়া মুতাকাব্বিরু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে সম্মানিত ও অতুলনীয় অহংকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ৬৬২, আন্ছরে খাকী ও জালালী।

উপকারিতা- যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসের পূর্বে ১০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পূণ্যবান ও পরহেযগার ছেলে দান করবেন। আর প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে অধিকহারে এটি পাঠ করলে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। আর যদি ২১ বার পাঠ করে তবে কখনো স্বপ্নে ভয় পাবে না।

(১২) (جَلَّ جَلَالُهُ) يَا خَالِقُ (ইয়া খালিকু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

আবজাদ সংখ্যা- ৭৩১, আন্ছরে খাকী ও জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম শরীফ সর্বদা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করবে, যে ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত তার দাসত্ব করবে এবং কিয়ামত দিবসে তার মুখমন্ডল আলোকিত ও দীপ্তিমান হবে। আর যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে এটি অধিকহারে পাঠ করা হয় তাহলে শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করবে।

(১৩) (جَلَّ جَلَالُهُ) يَا بَارِئُ (ইয়া বারীয়্যু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে প্রকৃতি সৃষ্টিকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ২১৩, আন্‌ছরে খাকী ও জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক সপ্তাহে ১০০ বার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরে ছেড়ে দেবেন না বরং বেহেশতের বাগিচায় নিয়ে যাবেন। আর যদি জুমার দিন ১০ বার পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সু-সন্তান দান করবেন।

(১৪) (جَلَّ جَلَالُهُ) يَا مُصَوِّرُ (ইয়া মুসাব্বিরু (জাল্লা জালালুহু))

অর্থ- হে প্রকৃতির আকৃতি সৃষ্টিকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ৩৩৬, আনছরে আ-তশী, খাসিয়াত-জালালী।

উপকারিতা- যে মহিলা বন্ধ্যা (বাঁঝা), সে যদি ৭টি রোযা রেখে প্রতিদিন ইফতারের সময় ২১ বার এই ইসম শরীফ পাঠ করে পানিতে দম দিয়ে পান করে ইনশাআল্লাহ তাকে নেক সন্তান দান করবেন। আর যে এই ইসম শরীফ অধিকহারে পাঠ করবে, তার সমস্ত মুশকিল ও জটিল কাজ সহজ হয়ে যাবে।

(১৫) (جَلَّ جَلَالُهُ) يَا غَفَّارُ (ইয়া গাফ্‌ফারু (জাল্লা জালালুহু))

অর্থ- হে গোনাহ ক্ষমাশীল।

আবজাদ সংখ্যা-১২৮১, আনছর-আ-তশী,খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি জুমার নামাযের পর ১০০ বার اِغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ يَا غَفَّارُ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমাকৃতদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করবেন এবং পরকালে তার গুনাহ ক্ষমা ও দয়া করবেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা দান করে

থাকেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ দানশীল ও অনুগ্রহের মালিক।

(১৬) يَا قَهَّارُ (ইয়া ক্বহ্হারু)

অর্থ- হে কহর ও শাস্তি অবতীর্ণকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ৩০৬, আনছর-খাকী, খাসিয়াত-জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক অযিফা হিসেবে পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর হতে দুনিয়ার মুহাব্বত উঠিয়ে নেবেন এবং তার পরিণাম ভাল হবে। আর যদি কেউ মুশকিল তথা মুসিবতের সময় এটি ১০০ বার পাঠ করে তার মুশকিল লাঘব হয়ে যাবে। আর শত্রুর কবল হতে মুক্ত থাকার জন্য উপরোক্ত ইসম মোবারক সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী পাঠ করলে উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

(১৭) يَا وَهَّابُ (ইয়া ওয়াহ্হাবু)।

অর্থ- হে অধিক নি'য়ামত দানকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ১৪, আনছর-খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে কোন ব্যক্তি অভাব ও দারিদ্রে পতিত হলে উপরোক্ত ইসম মোবারক অযিফা হিসেবে পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ভাবে দান করবেন যে সে বুঝতেও পারবে না এ সমস্ত নিয়ামত সে কিভাবে অর্জন করল। আর যদি চাশ্ত এর পর সিজদারত অবস্থায় আয়াতে সিজদা পাঠ করে এই ইসম মোবারক ৭ বার পাঠ করলে সে সৃষ্টি হতে বেপরোয়া ও উদাসীন হয়ে যাবে।

(১৮) يَا رَزَّاقُ (ইয়া রায্যাকু)।

অর্থ- হে সৃষ্টিকে রিজিকদাতা।

আবজাদ সংখ্যা- ৩০৮, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জামালী ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ফজর নামায আদায় শেষে ঘরের চার কোণায় ১০ বার করে এই ইসম শরীফ পাঠ করবে, সে ঘরে কখনো পেরেশানি ও অভাব-অনটন হবে না । তবে ডান কোণা হতে আরম্ভ করবে এবং মূখ কেবলার দিকে থাকতে হবে । এই ইসম রিজিকের প্রশস্ততার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারি ।

(১৯) يَا فَتَّاحُ (ইয়া ফাত্তাহু) ।

অর্থ- হে কর্মদ্বার উন্মুক্তকারী ।

আবজাদ সংখ্যা-৪৮৯, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জামালী ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ফজর নামাযের পর মাথার উপর উভয় হাত রেখে ৭০ বার এই ইসম পাঠ করবে তার অন্তর হতে নাপাকি ও মরিচা দূরিভূত হবে এবং অন্তর পরিষ্কার হয়ে যাবে । আর উপরোক্ত ইসম নিয়মিত পাঠ করলে অন্তর পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে ।

(২০) يَا عَلِيْمُ (ইয়া 'আলীমু) ।

অর্থ- হে সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী ।

আবজাদ সংখ্যা-১৫০, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক অধিকহারে পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আপন মা'রিফত তথা গুপ্ত জ্ঞান দান করবেন । আর যদি প্রত্যেক নামাযের পর ১০০ বার এটি পাঠ করে, তবে অদৃশ্য জ্ঞান এবং অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন আহলে কাশ্ফ হয়ে যাবে । আর যদি ইসতিখারা করতে চায় তবে জুমার রাত্রে ১০০ বার পাঠ করে সিজদার পর শুয়ে পড়লে সফলকাম হবে ।

(২১) يَا قَابِضُ (جَلَّ جَلَالُهُ) (ইয়া ক্বাবিযু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে জীবিকা হ্রাসকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ৯০৩, আনছর- বাদী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত উপরোক্ত ইসম শরীফ গ্রাসের উপর (অল্প পরিমাণ খাদ্য) লিখে ভক্ষণ করবে সে কবরের আযাব হতে নাজাত পাবে এবং ক্ষুধা হতে অভয় হবে। আর যদি ৩০ বার পাঠ করে দুশমন তথা শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে।

(২২) يَا بَاسِطُ (جَلَّ جَلَالُهُ) (ইয়া বাসিতু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে প্রাচুর্য জীবিকা দানকারী।

আবজাদ সংখ্যা-৭২, আনছর- বাদী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রভাতে হাত উঠিয়ে এই ইসম মোবারক ১০ বার পাঠ করে হাত মুখের উপর বুলাবে, সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না। আর যদি ৪০ বার পাঠ করে তবে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে।

(২৩) يَا خَافِضُ (جَلَّ جَلَالُهُ) (ইয়া খাফিজু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে হতগর্বকারী।

আবজাদ সংখ্যা-১৪৮১,আনছর-আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি তিন দিন রোযা রাখার পর চতুর্থ দিন একটি মজলিসে বসে ৭০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করবে নিশ্চয়ই সে শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। যদি ৫০০ বার পাঠ করে তাহলে শত্রুর উপর ভয়হীন ও নির্ভীক হয়ে আল্লাহ তা'আলার হিফাজতে থাকবে।

(২৪) (جَلَّ جَلَالُهُ) يَا رَافِعُ (ইয়া রাফিয়ু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে উচ্চ মর্যাদা দাতা।

আবজাদ সংখ্যা- ৩৪৮, আনছর- বাদী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি অর্ধ রাত্রে কিংবা অপরাহ্নে এই ইসম মোবারক ১০০ বার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টির ওপর সম্মানিত ও নির্বাচিত করবেন এবং ধনবান ও অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন ২০ বার এটি পাঠ করবে তার সকল উদ্দেশ্য এবং মনোবাঞ্ছনা আল্লাহ তা'আলার ফজলে পূর্ণ হবে।

(২৫) (جَلَّ جَلَالُهُ) يَا مُعِزُّ (ইয়া মু'য়িয্যু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে বান্দাকে মর্যাদা দানকারী।

আবজাদ সংখ্যা-১১৭, আনছর- বাদী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম শরীফ সোমবার রাত্রে কিংবা জুমার রাত্রে সন্ধ্যার নামাযের পর ১৪০ বার পাঠ করবে সৃষ্টির অন্তকরণে তার প্রতি ভীতি সৃষ্টি হবে এবং সে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না। আর সর্বদা আল্লাহ তা'আলার হিফাজত ও নিরাপত্তায় থাকবে।

(২৬) (جَلَّ جَلَالُهُ) يَا مُذِلُّ (ইয়া মুযিল্লু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে মর্যাদা নাশক।

আবজাদ সংখ্যা-৭৭০, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি কোন শত্রু কিংবা হিংসুককে ভয় পেয়ে থাকলে সে উপরোক্ত ইসম মোবারক ৭৫ বার পাঠ করে সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর পবিত্র দরবারে আরজি পেশ করবে যে- হে পরওয়ার দিগার! আমাকে অমূক ব্যক্তির শত্রুতা

ও অনিষ্টতা হতে হিফাজত দান করুন। আল্লাহ তা'আলা তাকে নিরাপত্তা দিয়ে আপন হিফাজতে নিয়ে নিবেন।

(২৭) يَا سَمِيْعُ (ﷻ) (ইয়া সামীয়ু (ﷻ))।

অর্থ- হে সর্বশ্রোতা।

আবজাদ সংখ্যা- ১৮০, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি উপরোক্ত ইসম মোবারক বৃহস্পতিবার চাশতের নামাযের পর ৫০০ বার পাঠ করবে কিংবা প্রতিদিন নিয়মিত ৫০০ বার পাঠ করবে এবং পাঠের সময় কোন কথাবার্তা না বলবে, সে ব্যক্তি যে কোন দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই কবুল করবেন।

(২৮) يَا بَصِيْرُ (ﷻ) (ইয়া বাসীরু (ﷻ))

অর্থ- হে সর্বদর্শী।

আবজাদ সংখ্যা- ৩০২, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত এবং ফরজ নামাযের মধ্যবর্তী উপরোক্ত ইসম শরীফ পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে পাঠ করবে সে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত একজন বান্দায় রূপান্তরিত হবে। আর যদি প্রতিদিন আছরের সময় ৭ বার পাঠ করে আল্লাহর ফজলে আকস্মিক মৃত্যু হতে নিরাপদ থাকবে।

(২৯) يَا حَكَمُ (ﷻ) (ইয়া হাকামু (ﷻ))।

অর্থ- হে আদেশ দাতা।

আবজাদ সংখ্যা- ৬৮, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক বৃহস্পতিবার রাত্রে কিংবা অর্ধ রাত্রে এত অধিকহারে পাঠ করতে থাকবে যে এক

পর্যায়ে বেহুশ হয়ে যাবে, আল্লাহ তা'আলা জাল্লা শানুহু তার বাতেনকে গোপন রহস্যের খনি বানিয়ে দিবেন। আর যে কেউ প্রত্যেক নামাযের পর ৮০ বার পাঠ করবে সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

(৩০) يَا عَدْلُ (ইয়া আদ্‌লু)।

অর্থ- হে সুবিচারক।

আবজাদ সংখ্যা- ১০৪, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী, জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক রুটির মধ্যভাগে লিখে ভক্ষণ করবে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে দিবেন। আর সন্ধ্যার নামাযের পর ১০০০ বার পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আসমানী ও জমিনের সকল বালা-মুসিবত ও অঘটন হতে হিফাজত রাখবেন।

(৩১) يَا لَطِيْفُ (ইয়া লাতীফু)

অর্থ- হে সুক্ষ্মদর্শী।

আবজাদ সংখ্যা-১২৯, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে কোন ব্যক্তি অভাব ও দরিদ্রতার কারণে ঋণগ্রস্থ হলে কিংবা সফরে ধর্য্যহীন ও ক্লান্ত হয়ে পড়লে অথবা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে কিংবা বিবাহ উপযুক্ত মেয়েকে বিবাহ দেয়ার জন্য চিন্তান্বিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়লে অথবা অন্য যে কোন মুসিবতে পতিত হলে, তাহলে গোসল করে দু'রাকাত নামায আদায় শেষে ১০০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করলে যে কাজের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার সমস্যা সমাধান করে দেবেন।

(৩২) (ﷻ) يَا خَبِيْرُ (ইয়া খাবীরু (ﷻ))

অর্থ- হে খবরবান (যে খবর রাখে)।

আবজাদ সংখ্যা-৮১২, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি নফ্সে আম্মারা তথা আত্মার বৈষয়িক সুখ ও ইন্দ্রিয়ানন্দের বশীভূত হয়ে পড়ে সে প্রতিদিন এই ইসম মোবারক পাঠ করলে হিফাজতে থাকবে। আর ইস্তেখারা তথা ভাল-খারাপ নির্ণয়ের লক্ষে يَاخَبِيْرُاَخْبِرْنِىْ পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ ভাল ও খারাপ সম্পর্কে অবহিত হবে।

(৩৩) (ﷻ) يَا حَلِيْمُ (ইয়া হালীমু (ﷻ))।

অর্থ- হে নম্র ও সহনশীল।

আবজাদ সংখ্যা-৮৮, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক লিখে এবং তা ধুয়ে কৃষি ক্ষেতে ছিটিয়ে দিবে সে ক্ষেত বালা-মুসিবত হতে হিফাজত থাকবে। আর যে ব্যক্তি জোহর নামাযের পর প্রতিদিন ৯ বার এটি পাঠ করবে সে সমস্ত সৃষ্টি হতে কৃতকার্য ও বিজয়ী হবে।

(৩৪) (ﷻ) يَا عَظِيْمُ (ইয়া আযীমু (ﷻ))।

অর্থ- হে মহা সম্মানিত স্বত্তা ও গুণাবলীর অধিকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ১০২০, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক অযিফা হিসেবে পাঠ করবে সে লোকদের দৃষ্টিতে ইজ্জত ওয়ালা ও সম্মানিত হবে। আর যদি পেটের ব্যথার জন্য ৭ বার পাঠ করে আটার

উপর দম করে রুটি বানিয়ে খায় তাহলে আরাম ও সুস্থতা লাভ করবে।

(৩৫) يَا غَفُوْرُ (ইয়া গাফুরু) ।

অর্থ- হে গুণাহ ক্ষমাবান।

আবজাদ সংখ্যা- ১২৮৬, আনছার- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত কিংবা মুসিবতগ্রস্থ হলে সে এই ইসম মোবারক লিখে রুটির মধ্যে রেখে ভক্ষণ করলে ইনশাআল্লাহ সুস্থতা লাভ করবে। আর এই ইসম শরীফ অধিকহারে পাঠ করলে অন্তরের অন্ধকার দূরীভূত হবে। যে ব্যক্তি সিজদারত অবস্থায় ৩ বার رَبِّ اغْفِرْلِىْ পাঠ করবে তার পাপ ও গুণাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন।

(৩৬) يَا شَكُوْرُ (ইয়া শাকুরু) ।

অর্থ- হে কৃতজ্ঞতার মূল্যদানকারী ও কবুলকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ৫২৬, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- কোন প্রকার বিপদগ্রস্ত কিংবা নিঃস্ব ব্যক্তি ৪১ বার উপরোক্ত ইসম মোবারক পাঠ করে পানিতে দম দিয়ে পান করলে, বুক এবং চোখে মালিশ করলে আরোগ্য লাভ করবে। আর যে কেউ প্রতিদিন ৫০০০ বার এটি পাঠ করবে কিয়ামত দিবসে তার মর্তবা বুলন্দ হবে এবং উচ্চ মর্যাদাবান হবে।

(৩৭) يَا عَلِىُّ (ইয়া আলিইয়ু) ।

অর্থ- হে মহিমান্বিত ও উচ্চ মর্যাদাবান।

আবজাদ সংখ্যা- ১১০, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক সর্বদা পাঠ করবে এবং তার নিকট তাবিজ হিসেবে রাখবে সে অসম্মানিত ও

অপদস্থ হলেও আল্লাহপাক তাকে সম্মানিত করবেন, আর দুঃখী ও অভাবী হলে তাকে সম্পদশালী করবেন, সফর অবস্থায় থাকলে দেশে ফিরার ব্যবস্থা হবে। আর ৩ বার এটি পাঠ করে ওয়ারম তথা ফোরা, ফোস্‌কা কিংবা টিউমার ইত্যাদির উপর দম করলে তা দূরীভূত হবে।

(৩৮) (جل جلاله) يَا كَبِيْرُ (ইয়া কাবীরু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে সর্বোর্ধ।

আবজাদ সংখ্যা- ২৩২, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক অধিকহারে পাঠ করবে সে উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে। আর কোন হাকেম কিংবা বাদশাহ এটি অযিফা হিসেবে পাঠ করলে ভোগ-বিলাশ বেশী হবে এবং তার অভিপ্রায় পূর্ণ হবে। আর ৯ বার পাঠ করে রোগীর উপর দম করলে আরোগ্য লাভ করবে।

(৩৯) (جل جلاله) يَا حَفِيْظُ (ইয়া হাফীযু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে সৃষ্টির সংরক্ষক।

আবজাদ সংখ্যা- ৯৯৮, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- কোন ব্যক্তি আগুনে জ্বলে ও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে আহত ও যখম হলে কিংবা জ্বীন-পরীর বাতাস লাগলে অথবা বদ নজর লাগার সন্দেহ হলে এই ইসম মোবারক লিখে বাহুতে বাঁধলে ইনশাআল্লাহ ভাল ও নিরাপদ থাকবে। আর এটি পাঠ করে ডায়রিয়া, মহামারি ও কলেরা এবং উদরাময় রোগীর উপর দম করলে আরোগ্য লাভ করবে।

(৪০) (جل جلاله) يَا مُقِيْتُ (ইয়া মুক্বীতু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে শক্তি ও বলপ্রদাতা।

আবজাদ সংখ্যা-৫৫০, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- কারো চোখ ব্যথা করলে কিংবা চোখ লাল ও রক্তিম বর্ণ হলে ১০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করে দম করালে শেফা হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি গরীব ও মিসকিন হয় কিংবা কোন মিসকিনকে দেখে অথবা কোন ছেলে খারাপ ও অসৎ চরিত্রবান হয়, খালি চেরাগদানিতে ৭ বার পাঠ করে ফুঁকবে এবং এতে পানি ঢেলে নিজে পান করলে বা পান করালে আল্লাহ তা'আলা দয়া মেহেরবানি করবেন।

(৪১) (جل جلاله) يَا حَسِيْبُ (ইয়া হাসীবু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে হিসাব গ্রহণকারী ।

আবজাদ সংখ্যা-৮০, আনছর-আ-তশী, খাসিয়াত- মুশতারাক।

উপকারিতা- কোন ব্যক্তি হিংসুকের হিংসা অথবা চোর, ডাকাত কিংবা প্রতিবেশী ও শত্রুর বদ নযরের ভয়ে থাকে, সে সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা ৭০ বার حَسْبِيَ اللّٰهُ الْحَسِيْبُ পাঠ করবে এবং বৃহস্পতিবার হতে পাঠ করা আরম্ভ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ সমস্ত অনিষ্ট হতে হিফাজত রাখবেন এবং সপ্তাহের মধ্যেই তারা বন্ধু ও দোস্ত হয়ে যাবে।

(৪২) (جل جلاله) يَا جَلِيْلُ (ইয়া জালীলু (জাল্লা জালালুহু))।

অর্থ- হে প্রতাপশালী ও মহান মর্যাদাবান।

আবজাদ সংখ্যা- ৭৩, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে কেউ এই ইসম শরীফ মিশক ও জা'ফরান দ্বারা লিখে নিজের সাথে রাখবে কিংবা ধুয়ে পান করবে, সৃষ্টির অন্তরে তার সম্মান ও ইজ্জত বৃদ্ধি পাবে এবং তাকে সকলে মুহাব্বত করতে থাকবে। আর উপরোক্ত ইসম ১০ বার পাঠ

করে নিজ মালের ওপর ফুঁক দিলে উক্ত মাল চোর হতে হিফাজত থাকবে।

(৪৩) يَا كَرِيْمُ (ইয়া কারীমু) ।

অর্থ- হে ক্ষমাশীল, দয়াশীল ও বুযর্গী দানকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ২৭০, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- এই ইসম শরীফ বিছানায় নিদ্রাকালীন এত অধিক পরিমাণ পাঠ করবে যে, পাঠ করতে করতে যদি ঘুম (নিদ্রা) আসে, তাহলে তার জন্য ফিরিশতা দোয়া করবে যে, হে পরওয়ারদেগার! তাকে বুযর্গ বানিয়ে দাও। এতে সৃষ্টির দৃষ্টিতে সে বুযর্গ হয়ে যাবে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াযহাহু এই ইসম মোবারক অধিকহারে পাঠ করতেন। এই জন্যই তাকে كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ বলা হয়ে থাকে।

(৪৪) يَا رَقِيْبُ (ইয়া রাক্বীবু) ।

অর্থ- হে সৃষ্টি জগতের রক্ষক।

আবজাদ সংখ্যা-৩১২, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক ৭ বার পাঠ করে স্ত্রী, পুত্র এবং সম্পদ ও জিনিসপত্রের উপর দম করবে এ সমস্ত কিছু সকল বালা-মুসিবত হতে হিফাজত থাকবে। আর যে ব্যক্তি উপরোক্ত ইসম মোবারক ৩০০ বার পাঠ করে ফোঁড়া ও ব্রণের উপর দম করবে, তিন দিন অথবা সাত দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবে।

(৪৫) يَا مُجِيْبُ (ইয়া মুজীবু) ।

অর্থ- হে প্রার্থনা ও দোয়া মঞ্জুরকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ৫৫, আনছর- বাদী, খাসিয়াত- জাল্লালী ।

উপকারিতা- কোন ব্যক্তি এই ইসম মোবারক অধিকহারে পাঠ করে দোয়া করলে তার দোয়া কবুল হবে। আর যদি এটি লিখে নিজের সাথে রাখে সে আল্লাহর হিফাজতে থাকবে। আর যদি ৩ বার পাঠ করে ব্যথাময় স্থানের উপর দম করা হয় তাহলে শেফা অর্জিত হবে।

(৪৬) يَا وَاسِعُ (ﷻ) (ইয়া ওয়াসিয়ু (ﷻ)) ।

অর্থ- হে প্রশস্ততা দানকারী ।

আবজাদ সংখ্যা-১৩৭, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী ।

উপকারিতা- বিচ্ছু কাটা স্থানে উক্ত ইসম মোবারক পাঠ করে দম করলে বিষক্রিয়ার প্রভাব মুক্ত থাকবে। আর যে ব্যক্তি এটি অযিফা হিসেবে পাঠ করবে সে সম্পদশালী ও বিত্তবান হবে।

আর রিযিক বৃদ্ধির জন্য এটি একটি পরীক্ষিত আমল। আমি এটি অযিফা হিসেবে পাঠ করাতে আল্লাহর মেহেরবানীতে কখনো দারিদ্র্য ও অভাব গ্রস্থ হয়নি বরং যতই খরচ (ব্যয়) করিনা কেন তাতে আরো বৃদ্ধি ও বরকত হচ্ছে।

(৪৭) يَا حَكِيْمُ (ﷻ) (ইয়া হাকীমু (ﷻ))

অর্থ- হে মহাতত্ত্ববিদ ।

আবজাদ সংখ্যা- ৭৮, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী ।

উপকারিতা- যে কেউ কোন মুশকিল ও জটিল কাজের সম্মুখীন হয়, যা সমাধা করা কঠিন হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় উপরোক্ত ইসম মোবারক পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ কাজ সমাধা

হয়ে যাবে। আর যদি জোহর নামাযের পর ৭ বার পাঠ করে সে সৃষ্টির মধ্যে কৃতকার্য ও সফলকাম হবে।

(৪৮) (ﷻ) يَا وَدُوْدُ (ইয়া ওয়াদূদু (ﷻ))।

অর্থ- হে পরম বন্ধু।

আবজাদ সংখ্যা- ২০, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তির ছেলে খারাপ ও কু-চরিত্রবান হয়, সে জুমার নামাযের পর ১০০১ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করে মিঠার উপর দম করে এবং দু'রাকাত নামায আদায় শেষে উক্ত মিঠা তাকে খাইয়ে দিলে আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়ায় সে সৎ চরিত্রবান হয়ে যাবে।

(৪৯) (ﷻ) يَا مَجِيْدُ (ইয়া মাজীদু (ﷻ))।

অর্থ- হে মহান বুযর্গময় স্বত্তা।

আবজাদ সংখ্যা-৫৭, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি আইয়্যামে বীদ তথা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা রেখে ইফতারের সময় এই ইসম মোবারক অধিক সংখ্যক পাঠ করে পানিতে দম করে পান করলে ইনশাআল্লাহ কুষ্ঠ রোগ হতে আরোগ্য লাভ করবে। এর সাথে আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নাম মোবারক ভক্তি ও সম্মানের সাথে পাঠ করবে।

(৫০) (ﷻ) يَا بَاعِثُ (ইয়া বায়িসু (ﷻ))।

অর্থ- হাশর তথা কিয়ামত সম্পাদনকারী বা পয়গাম্বর প্রেরণকারী।

আবজাদ সংখ্যা-৫৭৩, আনছর-আ-তশী, খাসিয়াত- মুশতারাক।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ৭ বার পাঠ করে নিজ শরীরের উপর দম করে বিচারকের নিকট যাবে, বিচারক তার উপর দয়াবান

হবে। আর যে ব্যক্তি অন্তর যিন্দা করতে চায়, সে শয়নের সময় সিনার উপর হাত রেখে ১০০ বার এটি পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ তার অন্তর যিন্দা ও আলোকিত হয়ে যাবে।

(৫১) (ﷻ) يَا شَهِيْدُ (ইয়া শাহীদু (ﷻ))।

অর্থ- হে সর্ব ব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।

আবজাদ সংখ্যা- ৩১৯, আনছর- বাদী, খাসিয়াত- মুশতারাক।

উপকারিতা- যে ব্যক্তির ছেলে কিংবা মেয়ে অসৎ ও অবাধ্য হলে, সে প্রতিদিন সকালে তার কপালে হাত রেখে আসমানের দিকে মুখ করে ২১ বার এই ইসম শরীফ পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তার সে সন্তানকে সৎ ও নেক্‌কার বানিয়ে দিবেন।

(৫২) (ﷻ) يَا حَقُّ (ইয়া হাক্কু (ﷻ))।

অর্থ- হে সদাসত্য।

আবজাদ সংখ্যা-১০৮, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তির কোন বস্তু হারানো গেলে সে এই ইসম মোবারক কাগজের চার কোণায় লিখে এবং মধ্যখানে হারানো বস্তুর নাম লিখে অর্ধ রাত্রে সে কাগজ হাতের তালুতে রেখে আসমানের দিকে মুখ করে উক্ত ইসম মোবারক উসিলা বানালে তার হারিয়ে যাওয়া বস্তু আল্লাহর রহমতে হস্তগত হবে।

(৫৩) (ﷻ) يَا وَكِيْلُ (ইয়া ওয়াকীলু (ﷻ))।

অর্থ- হে কর্ম সম্পাদনকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ৬৬, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যদি কারো বজ্রপাত, তুফান, অন্ধকার রাত্রে কিংবা আগুনের ভয় হয়; সে এই ইসম মোবারক অযিফা

হিসেবে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ হিফাজত ও নিরাপদ থাকবে। যদি কোন ভয়ানক স্থানে পাঠ করে তাহলে ভয়হীন ও নির্ভীক হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিত আছরের নামাযের সময় ৭ বার পাঠ করে সে আল্লাহ তা'আলার হিফাজত ও আশ্রয়ে থাকবে।

(৫৪) يَا قَوِيُّ (ইয়া ক্বাবিইয়ু)।

অর্থ- হে শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।

আবজাদ সংখ্যা-১১৬, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- কোন ব্যক্তির শত্রু শক্তিধর ও ক্ষমতাবান হলে এবং তাকে পরাস্ত করতে অপরাগ হলে সামান্য পরিমাণ আটা নিয়ে এর দ্বারা ১০০০ গোলা (বড়ি) বানিয়ে এক একটি গোলা হাতে উঠিয়ে শত্রু দমনের নিয়্যতে يَاقَوِى (ইয়া ক্বাবিইয়ু) পাঠ করে মোরগ কিংবা পাখীকে খাওয়ালে ইনশাআল্লাহ শত্রু পরাস্ত ও দূর্বল হয়ে যাবে।

(৫৫) يَا مَتِيْنُ (ইয়া মাতীনু)।

অর্থ- হে মজবুত ও প্রবল।

আবজাদ সংখ্যা-৫০০, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- বাচ্চার দুধ ছাড়ানো কষ্টকর হলে কিংবা দুধে স্বল্পতা হলে এই ইসম মোবারক লিখে বাচ্চাকে পান করালে আল্লাহর রহমতে বাচ্চা ধৈর্যশীল ও সন্তুষ্ট হবে, কিংবা দুধ বৃদ্ধি পাবে।

(৫৬) يَا وَلِيُّ (ইয়া ওয়ালিইয়ু)।

অর্থ- হে মু'মিনদের বন্ধু।

আবজাদ সংখ্যা- ৪৬, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক অধিকহারে পাঠ করবে সে মানুষের অন্তর সম্পর্কে অবহিত হবে। আর যার স্ত্রী কিংবা বাঁদী বদ মেজাজের হয়, সে তার সামনা-সামনি আসার সময় উক্ত ইসম মোবারক অধিকহারে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ সে স্ত্রী কিংবা বাঁদী সৎ ও ভাল মেজাজী হয়ে যাবে।

(৫৭) (ﷺ) يَا حَمِيْدُ (ইয়া হামীদু (ﷺ))।

অর্থ- হে পবিত্র মহাগুণীজন, হে আপন স্বত্তার গুণাবলী বর্ণনাকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ৬২, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম শরীফ অধিকহারে পাঠ করবে তার কথা-বার্তা সকলের অতীব পছন্দনীয় হবে এবং সে ফাহেশা ও অশ্লীল কথা হতে নিরাপদ ও হিফাজতে থাকবে। আর যদি উক্ত ইসম পেয়ালায় লিখে পানি ঢেলে তা পান করে কিংবা ৯৯ বার পাঠ করে সে ভাল ও নেক্কার হবে।

(৫৮) (ﷺ) يَا مُحْصِيُّ (ইয়া মুহসীয়ু (ﷺ))।

অর্থ- হে প্রভাব বিস্তৃত।

আবজাদ সংখ্যা-১৪৮, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম শরীফ জুমার রাতে ১০০০ বার পাঠ করবে সে কবরের আজাব হতে মুক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০ বার পাঠ করবে সে রাত্রে ভয় ও ভীত হবে না। আল্লাহ তা'আলার হিফাজতে থাকবে।

(৫৯) (ﷺ) يَا مُبْدِيُّ (ইয়া মুবদিয়ু (ﷺ))।

অর্থ- হে আদি স্রষ্টা।

আবজাদ সংখ্যা- ৫৬, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- কোন ব্যক্তির স্ত্রীর اسقاط حمل তথা গর্ভ নষ্ট হওয়ার ভয় হয়, সে সকালে ৯০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করে স্ত্রীর শেকম তথা পেটের উপর শাহাদাত আঙ্গুল লাগালে আল্লাহ তা'আলার দয়া মেহেরবানীতে গর্ভ নষ্ট হবে না।

(৬০) يَا مُعِيْدُ (ইয়া মুয়ীদু) ।

অর্থ- হে পুনঃ জীবন দাতা ও সৃষ্টিকর্তা।

আবজাদ সংখ্যা-১২৪, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যদি কোন হারানো বস্তু বা ব্যক্তি হস্তগত হওয়ার জন্য এই ইসম মোবারক ঘরের চার কোণায় ৭০ বার করে পাঠ করে এবং এর পর উক্ত বস্তু বা হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলে যে, হে পরওয়ারদেগার! হারানো বস্তু বা ব্যক্তি ফিরিয়ে দাও। এভাবে সাত দিন অতিবাহিত হতে না হতেই হারানো বস্তু বা ব্যক্তি ফিরে পাবে কিংবা সন্ধান আসবে।

(৬১) يَا مُحْيِيُّ (ইয়া মুহিউয়ু) ।

অর্থ- হে প্রাণদাতা।

আবজাদ সংখ্যা- ৫৮, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- ব্যথা-বেদনা ও পেরেশানি কিংবা বস্তু হারিয়ে যাওয়ার ভয় হলে সে এই ইসম মোবারক ৭ বার পাঠ করলে তার ভয়ভীতি দুরীভূত হবে। আর নিত্য শরীরের ব্যথার জন্য ৭দিন পর্যন্ত ১০৭ বার করে পাঠ করে দম করলে ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে। আর উপরোক্ত ইসম শরীফ নিয়মিত অযিফা হিসেবে পাঠ করলে হায়াত বৃদ্ধি হবে।

(৬২) (ﷻ) يَا مُمِيْتُ (ইয়া মুমীতু (ﷻ))

অর্থ- হে মৃত্যুদাতা।

আবজাদ সংখ্যা-৪৯০, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তির আত্মা নাফরমান ও অবাধ্য এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগত না হলে সে ব্যক্তি শয়ন করার প্রাক্কালে সিনার উপর হাত রেখে এই ইসম মোবারক পাঠ করতে করতে শোয়ে পড়লে আল্লাহ তা'আলা তার আত্মাকে অনুগত ও অনুগামী করে দিবেন। আর উক্ত ইসম ৭ বার পাঠ করে নিজ শরীরের উপর দম করলে জাদুর প্রভাব মুক্ত থাকবে। তার উপর কখনো জাদুর প্রভাব পড়বে না।

(৬৩) (ﷻ) يَا حَيُّ (ইয়া হাইয়ু (ﷻ))।

অর্থ- হে অমর ও চিরঞ্জীব।

আবজাদ সংখ্যা- ১৮, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যদি কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সে নিজে উপরোক্ত ইসম মোবারক অধিক সংখ্যক পাঠ করে কিংবা অন্য কারো দ্বারা পাঠ করায়ে তার উপর দম করে তার রোগ নিরাময় হবে। আর এটি লিখে সামনা-সামনি রাখলে দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। যদি উক্ত ইসম মোবারক প্রতিদিন নিয়মিত ৭০ বার পাঠ করে তার হায়াত বৃদ্ধি হবে।

(৬৪) (ﷻ) يَا قَيُّوْمُ (ইয়া ক্বাইয়ূমু (ﷻ))।

অর্থ- হে চিরস্থায়ী।

আবজাদ সংখ্যা-১৫৬, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি সকালে এই ইসম মোবারক পাঠ করবে, লোকদের অন্তরে তার প্রতি ভক্তি জন্মাবে এবং তাকে মুহাব্বত করবে। আর তার মনের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য পূরণ হবে এবং তার অন্তর সর্বদা উৎফুল্ল থাকবে।

(৬৫) يَا وَاجِدُ (ইয়া ওয়াজিদু)।

অর্থ- হে অর্জনকারী, হে ধনী ও অনাভাবী।

আবজাদ সংখ্যা- ১৪, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি খানা খাওয়ার সময় প্রতি লোকমার (গ্রাস) সাথে এই ইসম মোবারক পাঠ করবে, সে খাদ্য তার পেটে বা উদরে নুর হয়ে যাবে এবং যে কেউ নির্জনাবস্থায় এই ইসম মোবারক অধিক সংখ্যক পাঠ করবে সে সম্পদের অধিকারী হবে। আর কাউকে পানির উপর ১ বার পাঠ করে দম দিয়ে পান করালে সে তাকে মুহাব্বত করতে থাকবে।

(৬৬) يَا مَاجِدُ (ইয়া মা-জিদু)।

অর্থ- হে মহাত্ম্যপূর্ণ, সম্মানিত।

আবজাদ সংখ্যা- ৪৮, আনছর- বাদী, খাসিয়াত- মুশতারাক।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি নির্জনাবস্থায় এই ইসম মোবারক এত অধিক পরিমাণ পাঠ করবে যে, এক পর্যায়ে বেহুশ হয়ে যায়, সে অবস্থায় আল্লাহর নুর তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। আর যদি সর্বদা অধিকহারে উপরোক্ত ইসম পাঠ করা হয়, সৃষ্টির দৃষ্টিতে সে সম্মানিত হবে। আর যদি শরবতের উপর দম করে রোগীকে পান করানো হয় তাহলে সে আরোগ্য লাভ করবে।

(৬৭) يَا وَاحِدُ (ইয়া ওয়াহেদু)।

অর্থ- হে একক ও অনন্য স্বত্ত্বা।

আবজাদ সংখ্যা- ১৯, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যদি একাকীত্ব অবস্থায় কারো অন্তরে ভয় হয়, সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত ইসম মোবারক ১০০১ বার পাঠ করলে সে ভয় হতে নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যবান হয়ে যাবে। আর সত্যের জন্য কাঙ্খিত বা সত্য অন্বেষণকারী ব্যক্তি এটি অধিকহারে পাঠ করে থাকলে উদ্দেশ্য সফল হবে। আর ছেলে সন্তান লাভের জন্য এটি লিখে নিজের নিকট রাখলে ফলপ্রসু হবে।

(৬৮) يَا اَحَدُ (ইয়া আহাদু)।

অর্থ- হে একক ও অদ্বিতীয় খোদা।

আবজাদ সংখ্যা- ১৩, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- এই ইসম মোবারক ৯ বার পাঠ করে হাকিম বা বিচারক এর নিকট গেলে সম্মানিত হবে। আর যদি يَا وَاحِدُ يَا اَحَدُ উভয়টি ১০০ বার পাঠ করে সাপে দংশিত স্থানে দম করলে আরোগ্য লাভ করবে। যা পরীক্ষিত।

(৬৯) يَا صَمَدُ (ইয়া সামাদু)।

অর্থ- হে বেপরোয়া ও অমুখাপেক্ষী।

আবজাদ সংখ্যা-১৩৪, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রভাতে কিংবা অর্ধরাত্রে সিজদারত অবস্থায় ১০০ বার এই ইসম শরীফ পাঠ করবে সে সত্যের উপর চির অটল থাকতে পারবে এবং সকলের নিকট সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। আর কেউ জালেমের জুলুমের শিকার হলে এই ইসম মোবারক অধিকহারে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ নিরাপদ ও মুক্ত থাকবে।

(৭০) يَا قَادِرُ (ইয়া ক্বাদিরু) ।

অর্থ- হে ক্ষমতাশালী ।

আবজাদ সংখ্যা-৩০৫, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী ।

উপকারিতা- অযু করার সময় এই ইসম মোবারক পাঠ করলে সে কখনো জালেমের দুঃচক্রান্তে পতিত হবে না । আর মুশকিল ও মুসিবতের সময় ৪১ বার পাঠ করলে মুশকিল সহজ ও দুরীভূত হবে ।

(৭১) يَا مُقْتَدِرُ (ইয়া মুক্বতাদিরু) ।

অর্থ- হে শক্তি ও বল বিকাশকারী ।

আবজাদ সংখ্যা-৭৪৪, আনছর-আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক সর্বদা পাঠ করবে, তার সমস্ত কাজ সহজ ও আসান হবে এবং তার নিকট অলসতা ও উদাসীনতা থাকবে না । আর যদি প্রভাতে উঠার সময় এই ইসম মোবারক ১২০ বার পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত কাজে যথার্থতা ও পরিপূর্ণতা দান করবেন ।

(৭২) يَا مُقَدِّمُ (ইয়া মুক্বাদ্দিমু) ।

অর্থ- হে সকল কিছুর প্রারম্ভকারী ও সূচনাকারী ।

আবজাদ সংখ্যা-১৮৪, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- মুশতারাক ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি যুদ্ধ ময়দানে এই ইসম মোবারক পাঠ করবে তার কোন কষ্ট ও তাখলিফ পৌছবে না । আর যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক অযিফা হিসেবে পাঠ করবে তার আত্মা প্রশান্তচিত্ত ও আস্তাশীল হবে এবং আল্লাহর অনুগামী ও আনুগত্য হয়ে যাবে । যে ব্যক্তি উক্ত ইসম ৯ বার পাঠ করে মিঠার ওপর দম করে কাউকে খাইয়ে দিলে সে তার উপর আসক্ত হয়ে যাবে ।

(৭৩) يَا مُؤَخِّرُ (ﷻ) (ইয়া মুআখ্খিরু (ﷻ)) ।

অর্থ- হে সকল কথার সমাপ্তকারী ও সর্বদা বিদ্যমান।

আবজাদ সংখ্যা-৮৪৬, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- মুশতারাক।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক ১ বার পাঠ করবে তার অন্তরে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো মুহাব্বত থাকবে না। আর যদি এটি ১০০ বার পাঠ করে, তার সমস্ত কাজ পরিপূর্ণ ও সমাপ্ত হয়ে যাবে। উপরোক্ত ইসম ৪১ বার পাঠ করলে তার আত্মা অনুগামী ও অনুগত হবে।

(৭৪) يَا اَوَّلُ (ﷻ) (ইয়া আওয়ালু (ﷻ)) ।

অর্থ- হে সর্ব আদি।

আবজাদ সংখ্যা-৩৭, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- মুশতারাক।

উপকারিতা- কারো ছেলে-সন্তান না হলে ৪০ দিন পর্যন্ত এই ইসম মোবারক পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সৎ সন্তান দান করবেন। আর ৪০ বৃহস্পতিবার রাত্রে ১০০০ বার পাঠ করলে তার সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। আর কেউ উক্ত ইসম শরীফ জাদু-মন্ত্র নিরসনের নিয়তে পাঠ করলে সৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে।

(৭৫) يَا اٰخِرُ (ﷻ) (ইয়া আখিরু (ﷻ)) ।

অর্থ- হে সর্বঅন্ত ও সর্বশেষ বিরাজমান।

আবজাদ সংখ্যা-৮০১, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- মুশতারাক।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে এবং কোন নেক আমল করে নাই সে উক্ত ইসম মোবারক পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তার শেষ পরিণতি শুভ করবেন। আর যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক পাঠ করে কোথাও গেলে ইজ্জত ও সম্মান পাবে।

(৭৬) (ﷻ) يَا ظَاهِرُ (ইয়া যাহিরু (ﷻ)) ।

অর্থ-হে গুণে প্রকাশ্য ।

আবজাদ সংখ্যা-১১০৬, আনছর-খাকী, খাসিয়াত- মুশতারাক ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ইশ্‌রাক্ব নামাযের পর এই ইসম মোবারক ৫০০ বার পাঠ করবে তার দৃষ্টিশক্তি প্রখর হবে। প্রবল বাতাস কিংবা বৃষ্টির ভয় হলে উক্ত ইসম অধিক হারে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ হিফাজত ও নিরাপদ থাকবে। আর নরম ও ঝুকিপূর্ণ দেয়ালের উপর লিখে দিলে দেয়াল ধ্বসে পড়বে না। আর চোখে সুরমা লাগানোর সময় এটি ১১ বার পাঠ করে দম দিয়ে চোখে লাগালে, সৃষ্টি তার উপর দয়া ও মেহেরবান হবে।

(৭৭) (ﷻ) يَا بَاطِنُ (ইয়া বা-তিনু (ﷻ)) ।

অর্থ- হে সৃষ্টির গোপন ধ্যান-ধারণা থেকে নিভৃত ।

আবজাদ সংখ্যা- ৬২, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- মুশতারাক ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক অন্তরের মধ্যে অযিফা হিসেবে রাখবে সে বাতেনের অধিকারী এবং গুপ্ত রহস্য ও ভেদ সম্পর্কে অবহিত হবে। আর যে কেউ এটি সর্বদা পাঠ করবে তাকে সমস্ত সৃষ্টি মুহাব্বত করবে এবং প্রত্যেকের নিকট প্রিয় ভাজন হবে।

(৭৮) (ﷻ) يَا وَالِيُ (ইয়া ওয়ালীয়ু (ﷻ)) ।

অর্থ- হে মহা হাকিম, হে প্রবল ও সু-ব্যবস্থায় কর্ম সম্পাদক ।

আবজাদ সংখ্যা-৪৭, আনছর- বাদী, খাসিয়াত- মুশতারাক ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি নিজ ঘর কিংবা অপরের ঘরকে সকল বালা-মুসিবত ও দুর্ঘটনা হতে নিরাপদ রাখতে চাইলে পানি পানের পেয়ালায় লিখে এটি ধুয়ে ঘরের চতুর্দিকে দেয়ালের উপর ছিটিয়ে দিলে আল্লাহ তা'আলার দয়ায় নিরাপদ থাকবে।

আর উপরোক্ত ইসম অধিকহারে পাঠ করলে যে কোন ব্যক্তি আয়ত্বে আনা যাবে।

(৭৯) (ﷻ) يَا مُتَعَالِىْ (ইয়া মুতা'য়ালী (ﷻ))।

অর্থ- হে বুজুর্গ তৈরীকারী ও মহামাম্বিত।

আবজাদ সংখ্যা- ৫৫১, আনছর- বাদী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক অধিকহারে পাঠ করবে তার মুশকিল এবং জটিল ও কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে। আর ঋতুস্রাব মহিলা হায়েয অবস্থায় অধিকহারে পাঠ করলে সকল বিপদ ও অঘটন থেকে হিফাজত থাকবে। আর রবিবার রাতে গোসল করে আসমানের দিকে মুখ করে দোয়া করলে আল্লাহর ফজলে করমে তার দোয়া কবুল হবে।

(৮০) (ﷻ) يَا بَرُّ (ইয়া বাররু (ﷻ))।

অর্থ- হে পরোপকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ২০৩, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- বা'দী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি বালা-মুসিবত ও বিপদ-দুর্ঘটনা ইত্যাদির ভয়ে থাকে, সে উক্ত ইসম মোবারক পাঠের উসিলায় নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি ৭ বার পাঠ করে বাচ্চার উপর দম করে আল্লাহকে সোপর্দ করবে সে বালেগ হওয়া পর্যন্ত আমানত থাকবে। আর যে ব্যক্তি শরাব পান এবং যিনার মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, সে প্রতিদিন ৭ বার পাঠ করে নিজের উপর দম করলে ইনশাআল্লাহ শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবে।

(৮১) (ﷻ) يَا تَوَّابُ (ইয়া তাওয়াবু (ﷻ))।

অর্থ- হে পরম তাওবা গ্রহিতা।

আবজাদ সংখ্যা- ৪০৯, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি চাশ্ত নামাযের পর ১৬০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে একনিষ্ঠ ও খাঁটি

তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করবেন। আর এটি অযিফা হিসেবে পাঠকারীর সমস্ত কাজ যথার্থ ও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তার আত্মা অনুগামী হবে এবং সর্বদা আরাম-আয়েশ তথা ভোগ-বিলাশের সাথে জীবন যাপন করবে।

(৮২) (ﷻ) يَا مُنْتَقِمُ (ইয়া মুন্তাকিমু (ﷻ))।

অর্থ- হে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

আবজাদ সংখ্যা-২৩০, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- কোন ব্যক্তি শত্রুর নিকট পরাজিত হলে, এই ইসম শরীফ পর পর তিন জুমা পর্যন্ত পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ তার দুশমন (শত্রু) পরাজিত হয়ে যাবে। আর যে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের নিয়তে অর্ধ রাত্রে এটি পাঠ করলে উক্ত উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

হযরত সৈয়্যদুনা আবু হুরায়রা রাদ্বি আল্লাহু আনহু'র বর্ণনা মোতাবেক যদি يَا مُنْعِمُ সর্বদা পাঠ করে সে কখনো অভাবী হবে না।

(৮৩) (ﷻ) يَا عَفُوُّ (ইয়া আফুওবু (ﷻ))।

অর্থ- হে গুণাহ ক্ষমাকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ১৫৬, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- কারো গুণাহ অধিক হলে সে এই ইসম মোবারক নিয়মিত অযিফা হিসেবে পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি ২২ বার এই ইসম শরীফ পাঠ করে অসীর বা তলোয়ারের উপর দম করবে, উক্ত তলোয়ার নিষ্ক্রিয় তথা তেজষ্ক্রিহীন হয়ে যাবে। যদিওবা এটি বাহ্যিক ভাবে ধ্যান-ধারণার বিপরীত ও পরিপন্থী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কুদরতি শক্তি অপরিসীম।

(৮৪) (ﷻ) يَا رَؤُفُ (ইয়া রউফু (ﷻ))।

অর্থ- হে করুণাময় মাফকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ২৮৭, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি মযলুম তথা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে যালিম তথা অত্যাচারী ব্যক্তির হাত হতে মুক্ত করতে চায়, সে এই ইসম মোবারক ১০ বার পাঠ করে যালিমের নিকট সুপারিশ করলে উক্ত যালিম মযলুমকে ছেড়ে দিবে। আর যে ব্যক্তি এই ইসম সর্বদা পাঠ করবে তার অন্তর নরম ও কোমল হয়ে যাবে এবং সমস্ত সৃষ্টি তাকে মুহাব্বত করতে থাকবে।

(৮৫) يَا مَالِكُ (ﷺ) (ইয়া মালিকু (ﷺ))।

অর্থ- হে মহান সম্রাট।

আবজাদ সংখ্যা-৯১, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক সর্বদা পাঠ করবে সে সম্পদশালী হয়ে যাবে এবং তার উভয় জগতের সমস্ত হাজত ও অভাব পরিপূর্ণ হবে। আলিমগণ লেখেছেন, যে ব্যক্তি يَا مَالِكُ يَا رَؤُفُ এর সাথে অর্থাৎ يَارَؤُفُ এই ইসম মোবারক একত্রে পাঠ করবে সে যদি ফকীরও হয়ে থাকে আল্লাহর রহমতে ধনী হয়ে যাবে। তবে এই ইসম শরীফে জালালিয়াত তথা ক্রোধমূলক উপদান বেশী।

(৮৬) يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام (ইয়া যালজালা-লি ওয়াল ইকরা-মি)

অর্থ- হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত দাতা।

আবজাদ সংখ্যা-১০৯৪, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- কোন কোন সম্মানিত হযরাতদের মতে- এই ইসম মোবারক اسم اعظم (ইসমে আ'যম) তথা আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। যে কেউ-

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ بِيَدِكَ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

১০০ বার পাঠ করে পানিতে দম করে রোগীকে পান করালে আরোগ্য লাভ করবে এবং অন্তরের পেরেশানী দূরীভূত হবে।

(৮৭) يَا مُقْسِطُ (ইয়া মুক্বসিতু (ﷺ)) ।

অর্থ- হে সুবিচারক ।

আবজাদ সংখ্যা-২০৯, আনছর- আ-তশী, খাসিয়াত- জালালী ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম শরীফ ১০০ বার পাঠ করবে সে শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে হিফাজত থাকবে। আর যে কেউ কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উক্ত ইসম ৭ বার পাঠ করবে তার সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে। আর কোন ব্যক্তি মুসিবত ও দূর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় এটি ৭০ বার পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ মুসিবত ও দূর্দশা হতে মুক্তি পাবে এবং উভয় জাহানে কামিয়াবি ও আনন্দ নসিব হবে ।

(৮৮) يَا جَامِعُ (ইয়া জামিয়্যু (ﷺ)) ।

অর্থ- হে কিয়ামত দিবসে সৃষ্টিকে সমবেত ও একত্রিতকারী ।

আবজাদ সংখ্যা-১১৪, আনছর- জালালী, খাসিয়াত- মুশতারাক ।

উপকারিতা- কোন ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিবর্গ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেই চাশ্তের সময় গোসল করে আসমানের দিকে মূখ করে ১০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করে প্রতিবার পাঠ করে ১টি আঙ্গুল বন্ধ করতে থাকবে অতঃপর মূখের উপর হাত মোছন করবে, আল্লাহর মেহেরবানীতে স্বল্প সময়ের মধ্যে সবাই একত্রিত হয়ে যাবে। আর উক্ত ইসম ১০০০০০ বার পাঠ করলে ফিরিশতাদের গুণে গুণান্বিত হবে ।

(৮৯) يَا غَنِيُّ (ইয়া গানিয়্যু (ﷺ)) ।

অর্থ- হে অনন্য নির্ভর ও নির্ভিক ।

আবজাদ সংখ্যা-১০৬০, আনছর-আ-তশী,খাসিয়াত- জালালী ।

উপকারিতা- কোন ব্যক্তি লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে পড়লে এই ইসম শরীফ পাঠ করে প্রত্যেক অঙ্গে ফুঁক দিয়ে হাত বুলালে আল্লাহ তা'আলা তার উক্ত (লোভ-লালসা জনিত) মুসিবত দূরীভূত করে দিবেন। আর যে কেউ উক্ত ইসম প্রতি দিন ৭০ বার পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার ধন-সম্পদে বরকত দান করবেন ।

(৯০) (ﷻ) يَا مُغْنِيُّ (ইয়া মুগনীয়্যু (ﷻ))।

অর্থ- হে বে-নিয়ায করণে ওয়ালা অর্থাৎ অন্য কারো মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্তকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ১১০, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম শরীফ দশ জুমাবার পর্যন্ত প্রতি জুমার দিন ১০০০ বার পাঠ করবে সে সৃষ্টি হতে অমুখাপেক্ষী ও বে-নিয়ায হয়ে যাবে। আর কেউ স্ত্রী সহবাসের সময় এটি ৭০ বার পাঠ করলে তার যৌন সংগম দীর্ঘক্ষণ হবে।

(৯১) (ﷻ) يَا مَانِعُ (ইয়া মা-নিয়্যু (ﷻ))।

অর্থ- হে প্রতিবন্ধক বা বান্দার অনিষ্ট দূরকারী।

আবজাদ সংখ্যা-১৬১, আনছর-আ-বী, খাসিয়াত জালালী।

উপকারিতা- যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসন্তুষ্টি ও মনোমালিন্য হয়, তখন সাক্ষাতের পূর্বে ২০ বার এই ইসম শরীফ পাঠ করলে রাগ বা ক্রোধ দমিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি يَا مُعْطِيُّ পাঠ করবে সে অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র হবে না।

(৯২) (ﷻ) يَا ضَارُّ (ইয়া দা-রূরু (ﷻ))।

অর্থ- হে ক্ষতি ও অনিষ্টের অধিকারী।

আবজাদ সংখ্যা-১০০১, আনছর- আ-বী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- কারো কোন অবস্থান বা যথাযথ পদমর্যাদা অর্জিত না হলে সে এই ইসম মোবারক প্রত্যেক জুমা রাত্রে ১০০ বার পাঠ করলে আল্লাহ পাক রাব্বুল আ'লা'মীন তাকে যথাযথ পদমর্যাদা দান করবেন এবং তার সম্মান বা মর্তবা নৈকট্যবানদের সমকক্ষ করে দিবেন। আর তার বাহ্যিক পরিপূর্ণতার কোন সীমা থাকবে না। অর্থাৎ তাকে পরিপূর্ণ সম্মান বা মর্তবা দান করবেন।

(৯৩) (ﷻ) يَا نُوْرُ (ইয়া নুরু (ﷻ))।

অর্থ- হে আলো ও জ্যোতিদানকারী।

আবজাদ সংখ্যা-৩৫৬, আনছর-আ-বী, খাসিয়াত- মুশতারাক।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে ৭ বার সূরায়ে নূর পাঠ শেষে ১০০০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করবে তার অন্তরে নূর সৃষ্টি হবে। আর ফজরের সময় প্রতিদিন নিয়মিত এটি পাঠ করলে তার অন্তর নূর দ্বারা আলোকিত ও জ্যোতির্ময় হয়ে যাবে।

(৯৪) يَا نَافِعُ (ইয়া নাফিয়্যু) ।

অর্থ- হে উপকারী।

আবজাদ সংখ্যা-২০১, আনছর- আ-বী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি নৌকা কিংবা জাহাজে বসে এই ইসম মোবারক অধিকহারে পাঠ করবে সে সকল বালা-মুসিবত হতে নিরাপদ থাকবে। আর প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে ৪১ বার এটি পাঠ করলে তার অন্তরের কাঙ্খিত আশা পূরণ হবে। আর যে ব্যক্তি রজব চাঁদে এটি অযিফা হিসেবে পাঠ করবে সে আল্লাহর গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অবহিত হবে।

(৯৫) يَا هَادِىُ (ইয়া হাদিয়্যু) ।

অর্থ- হে সত্য পথ- প্রদর্শক।

আবজাদ সংখ্যা- ২০, আনছর- আবী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি হাত তোলে আসমানের দিকে মূখ করে এই ইসম মোবারক অধিকহারে পাঠ করবে এবং হাত চোখের উপর মালিশ করবে সে মা'রিফত তথা আধ্যাত্মিকপন্থীর সম্মানে সম্মানীত হবে এবং মা'রিফত ও গুপ্ত রহস্য তার নিকট বিকাশ হবে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও গোপন ভেদ বা রহস্য সম্পর্কে অবহিত হবে।

(৯৬) يَا بَدِيْعُ (ইয়া বাদীয়্যু) ।

অর্থ- হে সম্পূর্ণ নবোদ্ভাবনকারী। অর্থাৎ সকল বস্তু সৃষ্টিকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ৮৬, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- মুশতারাক।

উপকারিতা- যে কেউ কোন প্রকার পেরেশানি ও মুসিবতের সম্মুখিন হলে ৭০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করলে কিংবা অন্য বর্ণনা মতে يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ১০০০ বার পাঠ করলে তার পেরেশানি ও মুসিবত দূরীভূত হবে। আর যদি অজু সহকারে কেবলামূখী হয়ে এটি এত অধিক পরিমাণ পাঠ করতে থাকবে যে এক পর্যায়ে শুয়ে যাবে, তাহলে স্বপ্নযোগে তার সূরাহ হবে কিংবা সঠিক দিক নির্দেশনা মিলবে।

(৯৭) (جل جلاله) يَا بَاقِيُ (ইয়া বাক্বীয়্যু (جل جلاله))।

অর্থ- হে অক্ষয়, অক্ষত ও সর্বস্থায়ী।

আবজাদ সংখ্যা- ১১৩, আনছর- আবী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি জুমার রাতে ১০০ বার উক্ত ইসম শরীফ পাঠ করবে তার সমস্ত আমল বা কর্ম কবুল হবে। আর সপ্তাহের দিন শনিবার দুশমন তথা শত্রু ধ্বংস হওয়ার নিয়তে ১০০ বার এটি পাঠ করলে আল্লাহর রহমতে দুশমন তার অনুগত ও অনুসারী হয়ে যাবে।

(৯৮) (جل جلاله) يَا وَارِثُ (ইয়া ওয়ারিসু (جل جلاله))।

অর্থ- হে উত্তরাধিকারী, হে তাবৎ জগত প্রলয়ের পরও অস্তিত্বমান।

আবজাদ সংখ্যা- ৭০৭, আনছর- আবী, খাসিয়াত- জামালী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের সময় এই ইসম শরীফ ১০০ বার পাঠ করবে তার কোন পেরেশানি ও দুঃখ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি সর্বদা উক্ত ইসম শরীফ পাঠ করবে তার সকল কাজ যথার্থ ও বিশুদ্ধ রূপে হবে এবং সর্বদা নিরাপদ ও আশঙ্কামুক্ত থাকবে।

(৯৯) (جل جلاله) يَا رَشِيْدُ (ইয়া রাশীদু (جل جلاله))।

অর্থ- হে সঠিক আন্দাযাহকারী, হে বিশ্ব প্রদর্শক।

আবজাদ সংখ্যা-৫১১, আনছর- খাকী, খাসিয়াত- মুশতারাক।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি কোন কাজের উদ্ভাবন কিংবা অগ্র পশ্চাত চিন্তা ও বিবেচনা করতে অপারগ হলে, মাগরিবের

নামাযের পর হতে শয়ন করার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ১০০০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করলে যে কাজটি তার জন্য উত্তম হবে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। যে কেউ এই ইসম শরীফ সর্বদা পাঠ করবে, তার কাজ এমনি এমনি (অবলীলায়) হতে থাকবে।

(১০০) يَا صَبُوْرُ (ইয়া সাবুরু)।

অর্থ- হে ধৈর্য্যশীল, দ্রুত শাস্তি অপ্রদানকারী।

আবজাদ সংখ্যা- ২৯৮, আনছর- বাদী, খাসিয়াত- জালালী।

উপকারিতা- কেহ কোন মুসিবত, দুঃখ-দুর্দশা কিংবা কষ্টের সম্মুখিন হলে ৩৩ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করলে ইন্শাআল্লাহ তার অন্তরে প্রশান্তি ও মনোতুষ্টি অর্জিত হবে। আর অর্ধরাত অতিক্রান্তকালে এটি পাঠ করলে দুশমনের যবানবন্দিতে উপকার হবে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র গুণবাচক নাম সমূহ

হুযূর সৈয়্যদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে লক্ষ কোটি অভিবাদন এবং দরূদ ও সালাম যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং মহান আল্লাহপাক রাব্বুল আ'লামীন ইরশাদ ফরমায়েছেন- وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ- 'জগতবাসীর জন্য আমি আপনাকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।'

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

অর্থাৎ: 'সে পবিত্র জাত (স্বত্তা) যিনি আপন রাসূলকে হিদায়ত ও সত্য দ্বীন (ধর্ম) এর অধিকারী করেছেন যাতে করে এ হিদায়ত ও সত্য দ্বীন সৃষ্টির ওপর প্রকাশ করে দেন। যা হচ্ছে- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হুযূর সৈয়্যদে 'আলম (ﷺ) খোদার সৃষ্টি জগতকে সঠিক পথ-প্রদর্শন ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন। যিনি কারিম ও আমিন ছিলেন। যার শানে قَابَ قَوْسَيْنِ অবতীর্ণ হয়েছে। ফানাফিল্লাহ এর উচ্চ স্তরে এবং আল্লাহর নূরে পরিপূর্ণ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর, তাঁর সাহাবাদের এবং আহলে বায়ত তথা তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর।

সৈয়্যদুল মুরসালিন (ﷺ) এর প্রতিটি নাম মোবারক কল্যাণ ও সৌভাগ্যের খযিনা ও গুপ্তধন। এগুলো পাঠকারী সর্বদা সচ্ছল ও প্রাচুর্যের অধিকারী হিসেবে থাকবেন। ইন্সান দুর্বল ভিত্তি হিসেবে এ সমস্ত বরকতময় ও ফজিলতপূর্ণ নাম সমূহের গুণাগুণ বর্ণনা করা অসম্ভব। উভয় জাহানের কল্যাণ ও মর্যাদা হাসিল করার ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য সমূহই যথেষ্ট। এগুলো পাঠান্তে অসংখ্য কল্যাণ ও প্রাচুর্য বিদ্যমান।

(বি:দ্রঃ- প্রতিটি নাম মোবারকের আবজাদ তথা আরবী বর্ণমালার মান হিসেবে সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে।)

(১) مُحَمَّدٌ (ﷺ) (মুহাম্মদুন (ﷺ))।

আবজাদ সংখ্যা-৯২, অর্থ- বহু প্রশংসিত।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিত ৪০০ বার اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّد পাঠ করবে, তার জাহের-বাতেন ঐশ্বর্যশালী ও ধনবান হয়ে যাবে।

(২) مَحْمُوْدٌ (ﷺ) (মাহমুদুন (ﷺ))।

আবজাদ সংখ্যা - ৯৮, অর্থ- প্রশংসিত।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিত ১০০ বার এটি পাঠ করবে সৃষ্টি তার ওপর মহানূভব উদার ও দয়ালু হবে।

(৩) اَحْمَدُ (ﷺ) (আহমদুন (ﷺ))।

আবজাদ সংখ্যা - ৫৩, অর্থ- অধিকতর প্রশংসনীয়।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার এটি পাঠ করবে সৃষ্টিজগত তার অনুসারী হয়ে যাবে।

(৪) حَامِدٌ (ﷺ) (হামিদুন (ﷺ))।

আবজাদ সংখ্যা- ৫৩, অর্থ- প্রশংসাকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি সর্বদা এটি পাঠ করবে সে চিরকাল সুখী ও প্রাচুর্যময় থাকবে এবং কিয়ামত দিবসে প্রশংসাকারীদের সাথে তার হাশর হবে।

(৫) سِرَاجٌ (ﷺ) (সিরাজুন (ﷺ))।

আবজাদ সংখ্যা- ২৬৪, অর্থ- আলোক রশ্মির অধিকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিত এই ইসম শরীফ পাঠ করবে, তার অন্তর আলোকিত ও নূরানী হয়ে যাবে।

(৬) ﷺ عَاقِبٌ (আক্বিবুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা-১৭৩, অর্থ-সর্বশেষ আগমনকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ৪০ বার এটি পাঠ করবে, সে সম্পদশালী হবে এবং সৃষ্টির দৃষ্টিতে সে অতীব প্রিয় হবে।

(৭) ﷺ مُنِيْرٌ (মুনীরুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ৩০০, অর্থ- আলোক রশ্মি বিকিরণকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ইসম মোবারক ৪০ বার পাঠ করবে, সে সম্পদের অধিকারী হবে এবং সম্মানিত হবে।

(৮) ﷺ قَاسِمٌ (ক্বাসিমুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা-২০১,অর্থ- (নি'য়ামত) বন্টনকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন এটি ১০ বার পাঠ করবে, তার ইলম ও জ্ঞান বৃদ্ধি হবে এবং উভয় জাহানের উদ্দেশ্যাবলী পূরণ হবে।

(৯) ﷺ مَاحٍ (মাহীন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ৪৯, অর্থ- শিরক, কুফর ও বিদ্‌আতকে বিনাশকারী, নিশ্চিহ্নকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক দরূদ শরীফের সাথে পাঠ করবে সৃষ্টিকুল তার অনুগত ও অনুগামী হয়ে যাবে।

(১০) ﷺ دَاعٍ (দা'য়ীন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ৭৫, অর্থ- আহবায়ক বা আহ্বানকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক দরূদ শরীফের সাথে ওযিফা বানিয়ে পাঠ করবে সৃষ্টিকুল তার অনুসারী ও অনুগামী হয়ে যাবে।

(১১) بَشِيْرٌ (বাশীরুন)।

আবজাদ সংখ্যা- ৫১২, অর্থ- সুসংবাদ দাতা।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক নিয়মিত পাঠ করবে তার অন্তর আলোকিত ও দ্বীপ্তিময় হবে।

(১২) رَسُوْلٌ (রাসূলুন)।

আবজাদ সংখ্যা- ৩৯৬, অর্থ- প্রেরিত হওয়া।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক নিয়মিত পাঠ করবে সে চিরস্থায়ী সুসংবাদের আশান্বিত হবে।

(১৩) هَادٍ (হাদীন)।

আবজাদ সংখ্যা ১০, অর্থ- পথ প্রদর্শক।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক নিয়মিত পাঠ করবে, সে হিদায়তের খাযিনার অধিকারী হবে।

(১৪) حَاشِرٌ (হাশিরুন)।

আবজাদ সংখ্যা- ৫০৯, অর্থ- হাশর দিবসে একত্রিতকরণকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক ওযিফা হিসেবে পাঠ করবে, সে হাশর-নশরের ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ ও হিফাযতে থাকবে।

(১৫) فَاتِحٌ (ফাতিহুন)।

আবজাদ সংখ্যা- ৪৮৯, অর্থ- উন্মোচনকারী, উন্মুক্তকারী।

<u>উপকারিতা-</u> যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক ওযিফা হিসেবে সর্বদা পাঠ করবে, তার দ্বীন ও ঈমানে শক্তি ও দৃঢ়তা অর্জিত হবে।

(১৬) نَذِيْرٌ ﷺ (নযীরুন ﷺ)।

<u>আবজাদ সংখ্যা- ৯৬০</u>, অর্থ- ভীতি প্রদর্শনকারী।

<u>উপকারিতা-</u> যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করবে তার নিকট আল্লাহর গোপন রহস্য উন্মুক্ত হবে।

(১৭) نَبِيٌّ ﷺ (নবীয়্যুন ﷺ)।

<u>আবজাদ সংখ্যা- ৬২,</u> অর্থ- অদৃশ্যের সংবাদদাতা।

<u>উপকারিতা-</u> যে কেউ ১০০০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করবে তার নিকট আল্লাহর গোপন রহস্য উন্মুক্ত হবে।

(১৮) مُنْتَهِىٌ ﷺ (মুনতাহীয়্যুন ﷺ)।

<u>আবজাদ সংখ্যা-৫০৫</u>, অর্থ- শেষ প্রান্তে পৌছা।

<u>উপকারিতা-</u> যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারকটি অধিকহারে পাঠ করবে তার পরিণামফল ভাল হবে।

(১৯) خَلِيْلٌ ﷺ (খলীলুন ﷺ)।

<u>আবজাদ সংখ্যা- ৬৭০</u>, অর্থ- প্রিয়তম বন্ধু।

<u>উপকারিতা-</u> যে ব্যক্তি রাত্রে এই ইসম মোবারকটি ১০ বার পাঠ করবে, সে দুঃস্বপ্ন বা খারাপ স্বপ্ন দেখবে না।

(২০) وَلِيٌّ ﷺ (ওলীয়্যুন ﷺ)।

<u>আবজাদ সংখ্যা-৪৬</u>, অর্থ- মালিক বা অভিভাবক।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারকটি অধিক পরিমাণ পাঠ করবে, সে উভয় জগতে সাওয়াব দ্বারা মালামাল তথা প্রাচুর্য লাভ করবে।

(২১) (ﷺ) حَمِيْدٌ (হামিদুন (ﷺ))।

আবজাদ সংখ্যা-৬২, অর্থ- ভাল অভ্যাস।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক পাঠ করবে, সে ভাল ও উত্তম স্বভাবের অধিকারী হবে।

(২২) (ﷺ) نَصِيْرٌ (নাসীরুন (ﷺ))।

আবজাদ সংখ্যা-৩৫০, অর্থ- সাহায্যকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ভ্রমণের সময় এই ইসম মোবারকটি পাঠ করবে, সে সহসাত যাত্রাপথ অতিক্রম করতে পারবে।

(২৩) (ﷺ) يٰسٓ (ইয়াসিন (ﷺ))।

আবজাদ সংখ্যা-৭০২০/৭০, অর্থ-হে মানবকুলের সরদার।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি অর্ধ রাতে খালি মাথায় এই ইসম মোবারক পাঠ করবে, তার উদ্দেশ্য ও মকছুদ অর্জিত হবে।

(২৪) (ﷺ) طٰهٰ (ত্বোয়া-হা (ﷺ))।

আবজাদ সংখ্যা- ১৫/১৪২১, অর্থ- হেদায়ত অন্বেষণকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান কালে এই ইসম মোবারক পাঠ করবে, এতে বরকত বেশী হবে।

(২৫) (ﷺ) مُزَّمِّلٌ (মুয্যাম্মিলুন (ﷺ))।

আবজাদ সংখ্যা-১১৭, অর্থ- বস্ত্রাচ্ছাদানকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি মাগরিবের সময় এই ইসম মোবারক পাঠ করবে, সে ধনী ও বিত্তশালী হবে।

(২৬) مُدَثِّرٌ (মুদ্দাছ্ছিরুন) ।

আবজাদ সংখ্যা-৭৫৪, অর্থ- শরীরে কম্বল আবৃতকারী ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক ওযিফা হিসেবে পাঠ করবে, শয়তান কস্মিনকালেও তার নিকটে আসতে পারবে না ।

(২৭) حَبِيْبٌ (হাবীবুন) ।

আবজাদ সংখ্যা-২২, অর্থ- প্রিয়জন, বন্ধু ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি হাবীবুল্লাহ ওযিফা হিসেবে পাঠ করবে তার সমস্ত মুশকিল মোচন ও সমাধান হয়ে যাবে ।

(২৮) كَلِيْمٌ (কালীমুন) ।

আবজাদ সংখ্যা-১০০, অর্থ- যে কথা বলে, বক্তা ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ করবে সে প্রচুর সম্পদের মালিক হবে ।

(২৯) مُصْطَفٰى (মুস্তফা) ।

আবজাদ সংখ্যা- ২২০, অর্থ- নির্বাচিত বা মনোনীত ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক প্রতিদিন নিয়মিত ১০০ বার পাঠ করবে তার ইবাদত করার তৌফিক অর্জিত হবে ।

(৩০) مُرْتَضٰى (মুরতাদ্বা) ।

আবজাদ সংখ্যা- ১৪৫০, অর্থ- গ্রহণকৃত ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি আছরের সময় ১০০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করবে সে ব্যক্তি সমস্ত বালা-মসিবত ও ফিৎনাসমূহ হতে হিফাযত থাকবে ।

(৩১) مُخْتَارٌ (মুখতারুন) ।

আবজাদ সংখ্যা- ১২৪১, অর্থ- ক্ষমতা প্রাপ্ত ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক পাঠ করবে তার উপর আল্লাহর দয়া-মেহেরবানী হবে ও সুখ-শান্তি পাবে।

(৩২) (ﷺ) قَائِمٌ (ক্বায়েমুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা-১৪২, অর্থ- স্থির ও দন্ডায়মানকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি অর্ধ রাতে এই ইসম মোবারক ১০০০ বার পাঠ করবে তার উপর রহমতের বৃষ্টিধারা অবতীর্ণ হবে।

(৩৩) (ﷺ) مُصَدِّقٌ (মুসাদ্দাকুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ২৩৪, অর্থ- সত্যায়িত।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ইজ্জত-সম্মান ও খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে সূর্য উড্ডয়নের সময় এই ইসম মোবারক পাঠ করবে তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

(৩৪) (ﷺ) حُجَّةٌ (হুজ্জাতুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা-৪১১, অর্থ- দলিল, প্রমাণ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি حُجَّةُ اللهِ (হুজ্জাতুল্লাহ) ইসমটি অযিফা হিসেবে পাঠ করবে তার অন্তর দৃঢ় ও অটল হবে।

(৩৫) (ﷺ) بَيَانٌ (বয়ানুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ৬৩, অর্থ- বাতিনকে জাহিরে আনয়নকারী।

উপকারিতা- এই ইসম মোবারক পাঠকারী তাফসীর বর্ণনাকারী হবে।

(৩৬) (ﷺ) حَافِظٌ (হাফিযুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা-৯৮৯, অর্থ- হিফাযতকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ইসম মোবারক ১০০ বার পাঠ করবে তার ইশ্‌ক ও প্রেম-প্রীতি অর্জিত হবে।

(৩৭) شَهِيْدٌ (শহীদুন) ।

আবজাদ সংখ্যা-৩১৯, অর্থ- স্বাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি মিস্‌ওয়াক করার প্রক্কালে এই ইসম মোবারক পাঠ করবে তার দাঁত যথাযথ ও সঠিক থাকবে ।

(৩৮) عَادِلٌ (আদিলুন) ।

আবজাদ সংখ্যা-১০৫, অর্থ- ন্যায় বিচারক, মুন্সেফ ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করবে সমগ্র সৃষ্টি তার সুনাম করবে ।

(৩৯) حَلِيْمٌ (হালীমুন) ।

আবজাদ সংখ্যা-৮৮, অর্থ- সহনশীল ও ধৈর্যশীল ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক পাঠ করবে স্বপ্নে ভয় পাবে না ।

(৪০) نُوْرٌ (নূরুন) ।

আবজাদ সংখ্যা- ২৫৬, অর্থ- জ্যোতিময় ও আলো ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে আলোকিত করবে ।

(৪১) مَتِيْنٌ (মতীনুন) ।

আবজাদ সংখ্যা-৫০০, অর্থ- স্থীতিশীল ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ (জুল কুওয়াতিল মতীন) প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ করবে সে গুণাহ ও পাপ হতে নিরাপদ থাকবে ।

(৪২) بُرْهَانٌ (বুরহানুন) ।

আবজাদ সংখ্যা- ২৫৮, অর্থ- দলিল ও অকাট্য প্রমাণ ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ইসম মোবারক ১০০ বার পাঠ করবে, সে ভূল-ভ্রান্তি হতে নিরাপদ ও হিফাযত থাকবে ।

(৪৩) (ﷺ) مُطِيْعٌ (মুতীয়ুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ১৩৯, অর্থ- অনুসারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করা হবে।

(৪৪) (ﷺ) ذَاكِرٌ (যাকিরুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা-৯২১, অর্থ- স্মরণকারী, যিকিরকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ইসম মোবারক ১১ বার পাঠ করবে, সে মাল-সম্পদ ও নিয়ামতের অধিকারী হবে।

(৪৫) (ﷺ) اَمِيْنٌ (আমীনুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ১০১, অর্থ- আমানতদার।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ৪১ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করবে সে অসম্মানিত ও অপদস্থ হবে না।

(৪৬) (ﷺ) وَاعِظٌ (ওয়াইযুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা-৯৭৭, অর্থ- উপদেশদাতা।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি মাহে রমযানুল মোবারকে প্রতিদিন এই ইসম মোবারক পাঠ করবে, তার ইবাদত কবুল হবে এবং সওয়াব বৃদ্ধি হবে।

(৪৭) (ﷺ) صَاحِبٌ (সাহেবুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা-১০১, অর্থ- সরদার।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি অসুস্থাবস্থায় এই ইসম মোবারক প্রতিদিন পাঠ করবে, সে সুস্থতা ও আরোগ্য লাভ করবে।

(৪৮) (ﷺ) نَاطِقٌ (নাতিক্বুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ১৬০, অর্থ- কথক, বক্তা।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ইসম মোবারক ১০ বার পাঠ করবে তার উপর খঞ্জর ও তলোয়ারের আঘাত লাগবে না।

(৪৯) (ﷺ) صَادِقٌ (সাদিকুন (ﷺ)) ।

আবজাদ সংখ্যা- ১৯৫, অর্থ- সত্যবাদী ।

উপকারিতা- আসীব জাদাহ তথা জ্বিন-পরী বা দেও-দৈত্য প্রভাবিত ব্যক্তিকে ১০০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করে পানিতে দম (ফুঁক) করে পান করালে সুস্থতা লাভ করবে ।

(৫০) (ﷺ) مَكَانٌ (মাকানুন (ﷺ)) ।

আবজাদ সংখ্যা- ১২০, অর্থ- রক্ষন ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করবে তার দৃষ্টি শক্তি প্রখর হবে ।

(৫১) (ﷺ) مَدَنِيٌّ (মাদানীয়্যুন (ﷺ)) ।

আবজাদ সংখ্যা- ১০৪, অর্থ- মদীনার বাসিন্দা ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি সাপে কাটা স্থানে ১০০০ বার পাঠ করে দম করবে এতে বিষক্রিয়ার প্রভাব থাকবে না ।

(৫২) (ﷺ) يَتِيمٌ (ইয়াতিমুন (ﷺ)) ।

আবজাদ সংখ্যা-৪৬০, অর্থ- পিতৃহীন ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি জখমের উপর ৯ বার পাঠ করে দম করবে ইনশাআল্লাহ শেফা বা আরোগ্য লাভ করবে ।

(৫৩) (ﷺ) غَرِيْبٌ (গারীবুন (ﷺ)) ।

আবজাদ সংখ্যা- ১২১২, অর্থ- নির্ধারণকারী ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি ৪০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করে কুকুরের উপর ফুঁক দেবে, সে আর গেউ গেউ করবে না কিংবা কোন প্রকার ক্ষতি করবে না ।

(৫৪) (ﷺ) حَرِيْصٌ (হারীসুন (ﷺ)) ।

আবজাদ সংখ্যা- ৩০৮, অর্থ- দ্বীনের প্রতি অনুরাগী ।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি পেটের ব্যথার জন্য ১০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করে পানিতে দম দিয়ে উক্ত পানি পান করলে পেটের ব্যথা নিরাময় হবে।

(৫৫) (ﷺ) قُرَيْشِيٌّ (কুরাইশীয়্যুন ﷺ)

আবজাদ সংখ্যা- ৬২০, অর্থ- কুরাইশী লকব ও বংশস্রোত।

উপকারিতা- এই ইসম মোবারক বংশীয় উপাধী। ১০০ বার পাঠ করে কর্মচারী নিয়োগ করলে, সে ধোকা দেবে না বরং আমানতদার ও সততা থাকবে। আর ১০০ বার পাঠ করে আদালতে উপস্থিত হলে সঠিক ফয়সালা তার পক্ষে হবে।

(৫৬) (ﷺ) هَاشِمِيٌّ (হাশেমীয়্যুন)।

আবজাদ সংখ্যা- ৩৫৬, অর্থ- হাশেমী বংশ।

উপকারিতা- এই ইসম মোবারকটিও হুযূর ﷺ এর দাদাজানের। এটি পাঠেও অসংখ্য বরকত রয়েছে।

(৫৭) (ﷺ) تَهَامِيٌّ (তাহামীয়্যুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ৪৫৬, অর্থ- ধামের অধিবাসী।

উপকারিতা- এই ইসম মোবারক পাঠ করলে আনন্দ-উৎসাহ অর্জিত হবে।

(৫৮) (ﷺ) حِجَازِيٌّ (হিজাযীয়্যুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা-২৯, অর্থ-আরবের অধিবাসী।

উপকারিতা- যেহেতু এই ইসম মোবারক নিসবতী তথা সম্বন্ধযুক্ত। এটি পাঠকারী ছাহেবে ইসম তথা রাসূলের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

(৫৯) (ﷺ) اُمِّيٌّ (উম্মীয়্যুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ৫১, অর্থ- শিক্ষাগ্রহণ ব্যতীত আলিম ও জ্ঞানী। অর্থাৎ- রাসূল ﷺ স্বয়ং আল্লাহর নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কোন সৃষ্টির নিকট হতে নয়।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক অধিকহারে পাঠ করবে হুযূর সৈয়্যদে 'আলম (ﷺ) এর ভক্তি-মুহাব্বত তার মধ্যে প্রাধান্য পাবে।

(৬০) (ﷻ) عَزِيْزٌ (আযীযুন (ﷺ))।
আবজাদ সংখ্যা-৯৪, অর্থ- প্রভাবশালী, বিজেতা।
উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক সর্বদা পাঠ করবে সৃষ্টি তার উপর দয়ালু ও উদার হবে।

(৬১) (ﷻ) رَحِيْمٌ (রাহীমুন (ﷺ))।
আবজাদ সংখ্যা- ২৫৭, অর্থ- দয়ালু।
উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক সর্বদা পাঠ করবে তার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে।

(৬২) (ﷻ) رَؤُفٌ (রাউফুন (ﷺ))।
আবজাদ সংখ্যা-২৮৬, অর্থ- দয়ালু, স্নেহপরায়ণ।
উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০০ বার এই ইসম মোবারক পাঠ করবে তার শত্রু ও বন্ধুতে পরিণত হবে।

(৬৩) (ﷻ) جَوَادٌ (জাওয়াদুন (ﷺ))।
আবজাদ সংখ্যা- ১৪, অর্থ- দানশীল, উদার।
উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার يَا دَائِمَ الْجَوَادِ পাঠ করবে সে সম্পদশালী হবে।

(৬৪) (ﷻ) فَتَّاحٌ (ফাত্তাহুন (ﷻ))।
আবজাদ সংখ্যা- ৪৮৯, অর্থ- উন্মুক্তকারী।
উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক সর্বদা পাঠ করবে তার অন্তর প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

(৬৫) (ﷻ) عَالِمٌ ('আলিমুন (ﷺ))।
আবজাদ সংখ্যা- ১৪১, অর্থ- জ্ঞানী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন يَا عَالِمُ الْغَيْبِ عَلِمْنِي পাঠ করবে, তার কাঙ্খিত উদ্দেশ্য জ্ঞাত ও অবহিত হয়ে যাবে।

(৬৬) ﷺ طَاهِرٌ (ত্বাহিরুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ২১৫, অর্থ- পবিত্র।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক সর্বদা পাঠ করবে তার অন্তর পবিত্র এবং স্বভাব-চরিত্র পরিস্কার হয়ে যাবে।

(৬৭) ﷺ شَفِيْعٌ (শাফী'য়্যুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ৪৬০, অর্থ- সুপারিশকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ দরূদ শরীফের সাথে পাঠ করবে সে শ্রেষ্ঠ ও মহান প্রতিদান পাবে।

(৬৮) ﷺ مُبَلِّغٌ (মুবাল্লিগুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ১০৭২, অর্থ- সত্য প্রচারক।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ইসম মোবারক দরূদ শরীফের সাথে ১০ বার পাঠ করবে, সে সচ্ছল ও প্রাচুর্যময় অবস্থায় থাকবে।

(৬৯) ﷺ شَافِعٌ (শাফি'য়্যুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ৪৫১, অর্থ- সুপারিশকারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার يَا شَافِعَ الْأُمَّةِ পাঠ করবে, সে পরকালে পেরেশানি ও কষ্ট হতে নাজাত পাবে।

(৭০) ﷺ شُكُوْرٌ (শুকুরুন ﷺ)।

আবজাদ সংখ্যা- ৫২৬, অর্থ- অধিক শোকর আদায়কারী।

উপকারিতা- যে ব্যক্তি এই ইসম মোবারক সর্বদা পাঠ করবে সে সম্পদশালী এবং বিচক্ষণ ও চক্ষুষ্মান হবে।

মোস্তফা (ﷺ) এর যিয়ারত (দিদার) নসিব হওয়ার পদ্ধতি

পাঠের নিয়ম

যে ব্যক্তি উপরোক্ত 'পবিত্র ইসমসমূহ' অযিফা হিসেবে পাঠ করতে চায়, তাহলে তার জন্য করণীয় হচ্ছে এটি পাঠের পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা। কেননা বুযুর্গানে দ্বীনগণের পূর্ব হতেই এই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। তা না হলে সফলকাম হবে না।

প্রথম নিয়মঃ

যিয়ারতে মোস্তফা (ﷺ) দ্বারা সৌভাগ্য ও মর্যাদাবান হওয়ার নিয়ম হচ্ছে- পবিত্র জুমার রাত্রে ২ রাকাত নামায এই নিয়মে আদায় করবে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতিহার পর ২৫ বার সূরায়ে ইখলাস শরীফ পাঠ করবে। সালাম শেষে ১০০০ বার নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَنِ النَّبِيِّ الْاُمِّى

অতঃপর ঘুমিয়ে পড়বে। ইনশাআল্লাহ যিয়ারতে মোস্তফা (ﷺ) নসিব হবে।

দ্বিতীয় নিয়মঃ

যে ব্যক্তি জুমার দিন উপরোক্ত দরূদ শরীফ ১০০০ বার পাঠ করবে, রাত্রে যিয়ারতে মোস্তফা (ﷺ) নসিব হবে। প্রথম জুমাতে না হলে এভাবে পাঁচ জুমা পর্যন্ত এরূপ আমল করলে আল্লাহর রহমতে যিয়ারতে মোস্তফা (ﷺ) নসিব হবে।

আফসুস! বর্তমানে মুসলমানগণ এ ধরণের সৌভাগ্যময় মর্যাদা হতে অবহেলিত। যার উপর জান-মাল এবং উভয়জাহান কোরবানী। যা হাসিল করাতে ঈমান আলোকিত হয়, শয়তানের উপর বিজয় আসে এবং আত্মা অনুগত হয়।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

الله ورسوله اعلم

সমাপ্ত

শায়খে ত্বরীকত আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ.)'র রচিত

গ্রন্থাবলীর নাম

(১) ফরমানে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (২) শানে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(৩) ইরশাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৪) ফাযায়েলে দরূদ শরীফ
(৫) আত্ তোহ্ফাতুল মাতলুবা (৬) মিলাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(৭) আল্-বায়ানুল মোছাফ্ফা ফী মাস্য়ালাতে আবদিল মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(৮) আযানের আগে দরূদ পড়া জায়েয (৯) আস্ সায়েক্বাহ (১০) আল্-কাওলুল হক
(১১) আল্ বোরহান (১২) আত্-তোহ্ফাতুল গাউছিয়া
(১৩) আল্-বায়ানুন্-নাজীহ ফী নেজাতে আম্মিন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(১৪) কেফায়াতুল মোবতাদী ফী মোছতালেহাতে হাদিছুন নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(১৫) আত্-তাওজীহুল জামিল বে-শরহে হাদিসে জিব্রীল
(১৬) আত্-তাহ্কীকুল আ'জীব আ'লা ছালাতিন নাবীয়্যীল হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(১৭) আদ্-দালায়েলুল ওয়াজেহাত ফী হুরমতে ছুতুদিত্ তাহিয়্যাহ
(১৮) তানজীহুল জালীল আনিশ্ শিবহে ওয়াল মাছিল
(১৯) তাজকেরাতুল মাক্বামাতির রাফীয়াহ লিল-ইমাম আবি হানিফাহ ফীল আহাদিছিন নববীয়াহ
(২০) আচ্ছালাতুত্ তা-তাউওয়ায়ু বে-ইক্বতেদায়ীল মুতাউয়ে
(২১) রাফিকুল মোসাফেরিন ফী মাসায়েলিল হজ্বে ওয়া জিয়ারতে সৈয়্যাদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(২২) আত্-তাবছীর ফী মাস্য়ালাতিত্- তাকফীর
(২৩) কালামুল আউলিয়া ফী শানে ইমামিল আউলিয়া
(২৪) হাকীকতে ইসলাম (২৫) মুনীয়াতুল মুছ্লেমীন
(২৬) শাজরা শরীফ (তরিকায়ে কাদেরীয়া চিশতীয়া)
(২৭) আল্-ফউযুল মুবীন (সূরা-ইয়াসিন শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ)
(২৮) তাকবীলুল ইবহেমাইন ইনদা ছেমায়ে বে ইছমে সৈয়্যাদিল কাওনাইন
(২৯) শানে গাউছিয়া (৩০) আল-মোকাদ্দমা
(৩১) আল-মারজান মিন মোখতারুচ্ছহীহাইন (১ম ২য় ও ৩য় খণ্ড, উর্দু ও বাংলা)
(৩২) আক্বায়েদুল ইসলাম আল মুলাক্কাব বেরুহীল ঈমান ওয়া ক্বাওয়ায়েদে হায়াতিল ইসলাম (আরবী, আরবী-বাংলা)
(৩৩) কুর্রাতুল উয়ুন (৩৪) তরিকুচ্ছালাত আ'লা ছাবিলিল ইজাজ (আরবী, আরবী-বাংলা)
(৩৫) আল্-ফাওয়ায়েদুল উয্মা (৩৬) আল্-ফওযুল আযীয (আমপারার তাফসীর)
(৩৭) ফতোয়ায়ে আজিজিয়া কাদেরীয়া ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্থান

- ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মঈনীয়া কামিল মাদ্রাসা
- হাটহাজারী আনোয়ারুল উলুম নোমানিয়া মাদ্রাসা
- বেচুনীয়া মঈনুল উলুম রেজভীয়া সাঈদীয়া দাখিল মাদ্রাসা
- হযরত শাহসীর আউলিয়া আজিজিয়া মাদ্রাসা, লামা, বান্দরবান
- মোহাম্মদী কুতুবখানা
- রেজভী কুতুবখানা
- মদীনা কুতুবখানা

শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স ২য় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আনজুমানে কাদেরীয়া ভবন ১৬/২ পুরাতন টি এন্ড টি রোড, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।